ভ্রাতৃস্নেহের চিহ্নস্বরূপ

এতৎ গ্রন্থে

আমার মধ্যমানুজ

শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ গুপ্তের

নাম

সংযোজিত করিলাম।

গ্রন্থকার

ভ্রমশোধন !

১০৫ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে পতঙ্গাদি জীবজগতের স্থলে পতঙ্গাদিপূর্ণ জীবজগতে হইবে।

ক
৭৬৮

শান্তিরাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কালেক্টরী আদালতের সেরেস্তাদার। তিনি মোটামুটা ইংরাজী জানিতেন,—বাঙ্গালা ভাষায় গভীর জ্ঞান না থাকিলেও বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে তাঁহার আটক হইত না, চলিয়া যাইত। তবে মেঘনাদ বধের অর্থ করিতে, বা একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইলে অগত্যা ধরা পড়িতে হইত। ধরাধরি করিলে কালীকৃষ্ণের স্বশ্রেণীস্থ সকলেরই সেই দুর্দ্দশা! সে সকল যাহা হউক তাহাতে সেরেস্তাদারী অচল হইত না। তিনি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়া করার পর আপন পিতৃব্যকে আশ্রয় করিয়া কালেক্টরী আদালতে তাইদ নবিশী হইতে সেরেস্তাদারী পাইয়া ছিলেন।

তাঁহার পিতৃব্য পূর্ব্বে এই আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। সেরেস্তাদারীর সময় কালীকৃষ্ণের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর। এই বয়সে তাঁহার দুইটী কন্যা,—এই দুইটী কন্যার পর দুই তিনটী পুত্র জন্মিয়া মারা গিয়াছে। পুত্র হইয়া কোন মতে রক্ষা পায় নাই। এজন্য অনেকে তাঁহাকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহের যুক্তি দিতেন, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত নানা প্রকার চিন্তা করিয়া কিছুই অবধারিত করিতে পারেন নাই। এমন সময় পশ্চিমাঞ্চলের "শান্তিরাম" নামক দেবতার মোহান্ত জগন্নাথ যাইবা সময় কালীকৃষ্ণের বাড়ীতে আতিথ্যগ্রহণ করেন, তাঁহ আতিথ্যসংকারে পরম প্রীত হইয়া তিনি কালীকৃষ্ণে ঔষধ দিয়া যান। তাহার করার এই যে সেই ঔষধ সেব যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবিত থাকিবে তাহার নাম "শান্তিরাম" রাখিতে হইবে, আর সেই শান্তিরামকে তাঁহার শিষ্য হইতে হইবে। কালীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। নিয়মিত সময়ে তাঁহার পত্নীকে ঔষধ ধারণ করান হইল। ঔষধ ধারণের অব্যবহিত পরেই কালীকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী গর্ভবতী হইলেন। দশ মাস দশ দিনের পর তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মিলে পিতা মাতার যতটা হর্ষ জন্মে কালীকৃষ্ণের ততটা হইল না। কারণ পুত্রজনন আজি নূতন নহে, ইতিপূর্ব্বে দুই তিনটী জন্মিয়া গিয়াছে।

সুতরাং বড় একটা ধূমধাম হইল না। আড়ম্বরশূন্য জাতকার্য্য যথারীতি সমাধা হইল। দুই এক মাস করিয়া ছয় মাস উত্তীর্ণ হইল। একটু আশা বসিল,—পূর্ব্বকার সন্তান গুলি কেহ এতদিন জীবিত থাকে না। সুতরাং এই পুত্রটি দীর্ঘজীবী। ছয়মাসে কালীকৃষ্ণ পুত্রের অন্নাশন দিলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন সুতরাং বন্ধু বান্ধবদিগের পুত্রের সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, গজেন্দ্র, কামিনী, যামিনী, নলিনী ইত্যাদি নামের ঈর্ষা থাকিলেও তাঁহাকে তাহার নাম "শান্তিরাম" রাখিতে হইল।

কালীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, কাহাকেও দেখিতে মন্দ ছিল না। সুতরাং শান্তিরামকেও দেখিতে,গৌরবর্ণ—তাহার মুখ, চোক, নাক, কাণ ভদ্রলোকের মত হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন শান্তিরামের কাণ দুইটী একটু বড় বড়, আর চক্ষু দুইটী কিছু—এই অতি অল্প মাত্রই ছোট। ফলতঃ চলিত কথায় বলে বেটা ছেলের তায় কিছু আসে যায় না। এ জন্য সেটী ধর্ত্তব্য নহে মেয়েছেলে নয় যে বিবাহের সময় কেহ কিছু বলিবে।

ছেলেটী মরাহাজা বলিয়া কালীকৃষ্ণের গৃহিণী তাহার পায়ে চোরের বেড়ী, কটিতটে একটী পয়সা, গলদেশে রাশি রাশি দেবতার ফুলের পুঁটুলী, আর নাসিকা বিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটী সোনার মাকড়ী পরাইয়া দিয়া ছিলেন।

চাকরীয় আয়ের সঙ্গে সঙ্গে কালীকৃষ্ণতনয় তমাল শাল তরুর ন্যায় দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। ওষ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধার সহিত জিহ্বার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল,—"হু" "ভাঁ" করিয়া ক্রমে ক্রমে শান্তিরামের মুখে "মা" "দা" "বা" উচ্চারিত হইল, তাহার দশ পনর দিন পরে ঐ সকল শব্দের পুনরাবৃত্তিতে মামা, দাদা, বাবা, প্রভৃতি অর্থবোধক শব্দ জিহ্বায় আসিতে থাকিল। কালীকৃষ্ণের পত্নীর মনে সংসারের এক নূতন সুখ ভোগ হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন তাঁহার বালকের এই গুণগুলি অনন্যসাধারণ।

দেড় বৎসর বয়সের সময় শান্তিরাম যে কোন লোকের সাহায্য পাইলে দাঁড়াইতে পারিল। ছাড়িয়া দিলে পড়িয়া যাইত, আবার দাঁড়াইতে চেষ্টা করিত। পুত্রের এরূপ একাগ্রতা দেখিয়া স্বয়ং কালীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত মনে করিতেন বাঁচিয়া থাকিলে শান্তিরাম একজন হইবে, পিতৃনাম বজায় করিতে সমর্থ হইবে। ক্রমে শান্তিরাম বিনা সাহায্যে দাঁড়াইতে এবং দুই এক পা চলিতে শিখিল। কিন্তু শান্তিরামের চলার ততটা আবশ্যকতা ছিল না। কারণ এক শান্তিরামের জন্য তাহার পিতা দুইটা চাকর, একটা চাকরাণী রাখিয়া দিয়া ছিলেন। কালীকৃষ্ণের সংসারসরোবরে সুখের কমল শান্তিরাম একাকী ভাসিয়া বেড়াইত।

শান্তিরামের বোল ফুটিল—বাঙ্গালা ভাষার চলিত কথা

গুলি প্রায়ই রসনায় বিহার আরম্ভ করিল। এখন সে পূরা দুই বৎসরেরও দুই এক মাস বেশী।

শিক্ষার গুণে পশুর পশুত্ব ঘোচে, শিক্ষার দোষে বা অভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব যায়। শিশুদিগের মনোবৃত্তির স্বাধীনতা প্রদমিত না হইলে কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়,—পরে সেই সকল কুপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া তাহাদিগের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং মনের গতিকে কলুষিত করে।

শান্তিরামের রক্ষার ভার সামান্যবুদ্ধি দাস দাসীদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। শিশুর মন নিয়তই নূতন বিষয়ের—নূতন লালসার বশবর্ত্তী। নূতনত্বে শিশুর নূতন মন সর্ব্বদাই প্রধাবিত। শান্তিরামের মনও এখন নূতনের প্রতি আসক্ত,—নূতন যাহা দেখে, নূতন যাহা শোনে তাহাই চায়,—ছেলেরা চাহে না কি? সকলই চায়, কিন্তু সর্ব্বত্র কি তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়? কুত্রাপি না। কিন্তু শান্তিরাম সবে মাত্র পুত্র,—তাহার পিতা মাতার অপত্যস্নেহের বিপুল জলরাশি একমাত্র পুত্রেই প্রবাহিত হইত। সুতরাং ভরানদীর জলের মত শান্তিরামের সোহাগ কুল কিনারা ডুবাইয়া, বাধা না মানিয়া ছুটিত।

শান্তিরাম কথায় কথায় কাঁদিত, দাস দাসীরা কোলে করিলেও কাঁদিত, না করিলেও কাঁদিত—খাবার দিলেও কাঁদিত না দিলেও কাঁদিত,—কেন কাঁদিত, জিজ্ঞাসিলে উত্তর দিত না। আরও কাঁদিত,—হয়ত বলিত "আমি

কাঁদবো, তোদের কি,—তোরা জিজ্ঞাসা করবি কেন?" ক্রমে অসম্ভব আবদার বাড়িতে লাগিল। চাঁদ দেখিলে লইতে চায়, জ্যোৎস্না মাখিতে যায়, ধরিতে না পারিয়া মাটীতে পড়িয়া কাঁদে, হাত পা আছড়ায়, তারকার মালা গাঁথিয়া পরিতে চায়, রাত্রি কালে রৌদ্র দেখিতে চায়। যতদূর সাধ্য কালীকৃষ্ণ পুত্রের আবদার পূর্ণ করিবার ত্রুটী করিতেন না। একদিন সন্ধ্যাকালে আকাশ নিবিড় কৃষ্ণ মেঘাবৃত হইয়াছে, তাহার কোলে বলাকা উড়িতেছে - শান্তিরাম মেঘ সহিত বলাকা গায়ে দিবার আবদার করিল। তাহার পিতা বড়ই ত্যক্ত হইলেন। সে চীৎকার শব্দে বাড়ীর সকলকেই উত্যক্ত করিল। তখন কালীকৃষ্ণ সীমন্তিনী অনন্যোপায় হইয়া শেষে একখানি কাল কম্বলে চূণের ছিটা দিয়া বালকের গায়ে দিলেন, তবে তাহার কান্না থামিল। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শান্তিরামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল;—জাগ্রত হইয়া শান্তিরাম কাকের ডাক শুনিতে চাহিল, পুত্রবৎসলা জননী অনেক প্রবোধ দিলেন, রাত্রিতে কাক ডাকেনা, কাকের ডাক শুনা যায় না। প্রাতঃকালে শুনাইবেন। শান্তিরাম জেদ ধরিল,—সেই নিস্তব্ধ নিশীথের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহার কঠোর চীৎকার শব্দ পাড়া প্রতিবাসীদিগকে জাগ্রত করিল। কালীকৃষ্ণ যে কাছারীতে কাজ করিতেন সেই কাছারীর নিকট কতকগুলি অশ্বত্থ বটের গাছ ছিল, চাকর সঙ্গে দিয়া

কাক দেখাইবার জন্ত পুত্রকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। চাকর বৃক্ষ সমীপস্থ হইয়া বৃক্ষে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল, কতকগুলি কাক বৃক্ষ ছাড়িয়া প্রাণভয়ে অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইল—দুর্ভাগ্য বশতঃ ডাকিল না। এমন সময় কালীকৃষ্ণের প্রভু সাহেব নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসিতেছিলেন শান্তিরামের চীৎকারে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি গাড়ী থামাইয়া ভৃত্যকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। সাহেবকে দেখিয়া শান্তিরাম ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘরে বাহিরে, পাড়ায় পাড়ায়, আপিশে আদালতে, কালীকৃষ্ণতনয়ের আবদারের কথা ছোট বড় সকলের আলোচনার বিষয় হইল। তাহাতে কালীকৃষ্ণ বিলক্ষণ লজ্জিত হইতেন। কিন্তু কি করেন তাহার প্রতি বিধানের কোন উপায় ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সহিত শান্তিরামের আবদারের উন্নতি হইতে লাগিল। কালীকৃষ্ণের সংসারজ্বালাও প্রকারতঃ বাড়িতে থাকিল।

শান্তিরাম ষেটের কোলে পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করিল। বিদ্যারম্ভের দিন স্থির হইল। পুরোহিত আসিয়া বাগ্দেবীর পূজা করিলেন; শান্তিরামকে আহ্বান করিলেন, সে কোন মতে পুরোহিতের নিকটস্থ হইল না। তাহার জননী ক্ষির ছানা মিঠাইর লোভ দেখাইয়া তাহাকে পুরোহিতের নিকট পাঠাইলেন। গোছে

গাছে বিদ্যারম্ভটা হইয়া গেল। শান্তিরাম পাঠশালার দিকে মুখ করিল না। কালীকৃষ্ণ পীড়া পীড়ি করিতেন। এমন কি দুই এক দিন প্রহার পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কিন্তু গৃহিনীর গঞ্জনাভয়ে তাহাতে সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। তিনি স্বামীর বিদ্যা বুদ্ধি, বিদ্যালয়ে শিক্ষার সীমা সকলই জানিতেন এ জন্য এক এক বার রাগ করিয়া বলিতেন "আমার ছেলে মূর্খ হয় সেরেস্তাদারী করিয়া খাইবে।" শুধু কালীকৃষ্ণের বনিতা নহে, কয়েক জন ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মচারীর অপার অনুগ্রহে এ দেশের কয়েকটী গৃহস্থের মধ্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটীর মূল্যও স্ত্রীলোকমুখে ছকড়া নকড়ার অধিক নয়। এ জন্য কালীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণীকে আমরা সে জন্য ততটা দোষ দিতে পারি না।

ব্রাহ্মণীর সহিত অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর শান্তিরামকে গুরু মহাশয়ের নিকট পাঠান আবশ্যক বোধ হইল। এ বয়সে শান্তিরাম কাপড় পরিতে অভ্যাস করে না, পরাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া ফেলিত, অঙ্গে রাখিতে পারিত না। প্রথম কয়েক দিন কাপড় পরিবার ভয়ে পাঠশালার দিকে সে অগ্রসর হইতে চাহিত না। অগত্যা বিনা কাপড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। মাসিক এক টাকা বেতনের উপর এক একটা পাঠ শিক্ষা করাইতে পারিলে গুরুকে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে এরূপ আশ্বাস

দেওয়া হইল। এ জন্য প্রতি দিন প্রাতঃকালে গুরু মহাশয় কালীকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে আসিয়া শান্তিরামকে লইয়া যাইতেন।

গুরুর নাম রামধন সরকার, এতদঞ্চলের গুরু হইলেই যেন তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় হইবে ইহা একরূপ স্থির। রামধনের বাড়ীও বর্দ্ধমানের একটু দূরে। রামধনকে দেখিতে উজ্জল শ্যামবর্ণ, মোটা সোটা, চক্ষু দুইটী ঈষৎলালের আভাযুক্ত, বিলক্ষণ বড়, পাড়ার স্ত্রী লোকেরা "করতালের" সহিত রামধনের চক্ষুর তারার উপমা দিত। ঘন বড় বড় গোঁপ, মাথায় ঝুঁটী বাঁধা চুল। বক্ষঃস্থলে নবীন দুর্ব্বার মত বড় বড় লোম। পরণে মাটাবালামের ধুতি, হস্তে যমদণ্ড সদৃশ বালকত্রাস এক গাছি বেত।

গুরুমূর্ত্তি দেখিয়াই শান্তিরাম রোদন করিত। পাঠশালে যাইতে চাহিত না, কিন্তু কোন গতিকে পাঠশালে যাইলে আর কাঁদিত না। লেখা পড়াতেও মনঃসংযোগ করিত না, কেবল সভীতি দৃষ্টি নিক্ষেপে গুরুর প্রতি চাহিয়া থাকিত। রামধন অর্থলোভে শান্তিরামকে আপনারি নিকটে রাখিয়া লেখাইতেন, কিন্তু গুরুর প্রতিবাক্য উচ্চারণে শান্তিরাম কাঁপিয়া উঠিত, ইতিকর্ত্তব্যতা-জ্ঞান হারাইত, কাঁদিত, দুই তিন দিন এইরূপে গেল। শান্তিরামের মাতা শুনিলেন শান্তিরাম পাঠশালে গিয়া কাঁদে, গুরুকে দেখিয়া থরহরি কাঁপে, গুরু কথা কহিলে চমকিয়া উঠে,—পুত্রকে

পাঠশালে পাঠাইয়া দিয়া জননী তাহার আশাপথ চাহিয়া থাকিতেন, পাঠশালার প্রত্যাগমনের পর প্রিয় পুত্রের সোহাগ ঢল ঢল মূর্ত্তিখানি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলে ছুটিয়া গিয়া সেই এক মুখে সহস্র চুম্বন দিতেন। ছেলের প্রতি নিশ্বাসপাতে শত বার "ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস" ইতি ভাষা প্রয়োগে তাহার সোহাগসমুদ্রে প্রবল বাত্যা প্রবাহের সঞ্চার করিতেন। বালক প্রতি দিন বিদ্যালয় হইতে আসিয়া বলিত, আর লিখিতে যাইবে না,—গুরুকে দেখিলে তাহার ভয় হয়। অপত্যস্নেহের পরাকাষ্ঠায় পড়িয়া জননীর নেত্র রোগ জন্মিল, তাঁহার চক্ষে শান্তি-রামের দেহ দিনে দিনে শীর্ণ, বিবর্ণ, প্রতিভাহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্বামীকে বলিলেন "ছেলে মূর্খ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, সেও ভাল,—তিনি তাহাকে পাঠ-শালে যাইতে দিবেন না।" এই কথায় শান্তিরামের পিতা বলিলেন "ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে, লেখা পড়া না শিখিলে অনেক অনর্থ ঘটে,—লেখা পড়া বন্ধ করা হইতে পারে না। তবে যাহাতে তাহার আরও সুবিধা করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন।" তদনুসারে তাঁহারা এক পুত্রকে দুই ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি রূপে সে খুসী হইয়া পাঠশালে যাইতে পারে। শান্তিরাম সোহাগমাখান অর্দ্ধ স্ফুট, অর্দ্ধ অস্ফুট কথায় বলিল ভাল গুরুমহাশয়ের কাছে লিখিবে। বর্ত্তমান গুরুর বড়

বড় গোপ,—এক মাথা চুল, বড় বড় চক্ষু, দেখিতে ছেলে ধরার মত,—পাঠশালে গিয়া তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলেই ভয় হয়। কালীকৃষ্ণ বাবুর তাহাতে বিশ্বাস হইল, তিনি ভাবিলেন বাস্তবিকই বটে রামধনের মূর্ত্তি বড় ভয়ানক,—বালক কি, রাত্রি কালে দেখিলে অনেক বয়স্কেরও ভয় জন্মে। তাঁহার ইচ্ছা হইল শিক্ষকান্তর অন্বেষণ করেন। ফলতঃ সে দুই এক দিনের কথা নহে,—সময় সাপেক্ষ।

দুই কাণ চারি কাণ করিয়া এই কথা গুরু রামধন সরকারের কাণে উঠিল, কালীকৃষ্ণ বাবু ছেলের জন্য অন্য গুরু আনিবেন, তাহাতে রামধনের দুইটী ক্ষতি,—প্রথম ক্ষতি শান্তিরামের শিক্ষার জন্য কালীকৃষ্ণ বাবু যে মাসে একটী টাকা দিতেন তাহা বন্ধ হইবে। দ্বিতীয় ক্ষতি অন্য গুরু আসিলে তাঁহার পাঠশালার বালক সংখ্যা ন্যূন হইবে। এই দুইটী ক্ষতির চিন্তা করিয়া রামধন তাহার পর দিন আপনার দীর্ঘকেশত্ব ঘুচাইয়া গুম্ফ মোচন করিলেন। গুরু আপনার ভৌতিক মূর্ত্তির কতকটা রূপান্তর করিলেন বটে, কিন্তু স্বরের রূপান্তর হইল না। কালীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে গিয়া আপন চক্ষুর স্বাধীনতা একটু কমাইয়া তারা দুইটীকে দুইটী পাতার বশীভূত করিয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় শান্তিরাম কণ্ঠস্বরে গুরুকে চিনিয়া লইল। নিম্বপত্রে শর্করা লেপন করিলেও তাহার তিক্ততা নষ্ট হয় না। কর্কশ কণ্ঠে সুন্দর গীত গাইলেও মিষ্ট লাগে না। তাই রামধনের

স্বরের উপর তদ্‌বির চলিল না। চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্যতা মিলিল না। তাহা না হউক উহাতে রামধনের একটা উপকার হইল, গুরু যে শান্তিরামকে শিক্ষা দিবার জন্য একান্ত প্রয়াসবান, শান্তিরামের জন্য এতটাও করিয়াছেন, ইহাতে কালীকৃষ্ণ বাবুর একটু দয়ার উত্তেজনা হইল। কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবুর দয়াতে কি আসে যায়. শান্তিরাম গুরুর উপর রাজি নয়। তবে আর কি হইবে। গুরুর সকল চেষ্টাই পণ্ড হইল। গুরুর আগ্রহ দেখিয়া কালীকৃষ্ণ বাবু কিছু দিনের জন্য নূতন গুরুর অনুসন্ধানে বিরত হইলেন। ক্রমে এক দিন দুই দিন করিয়া শান্তিরামও পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করিল। তাহার মনে গুরুভয় বড়ই বাড়িতে লাগিল। পাঠশালার দিকে সে আর যাইতে চাহিল না। কিন্তু গোপ চুপ ফেলার খাতিরে গুরুর মাসকাবারের টাকাটী কিছু দিন বন্ধ হইল না, বা নূতন গুরুরও আবির্ভাব হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
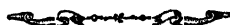
মন্দ সহজেই হয়,—ভাল বহুকষ্ট সাধ্য। সদভ্যাস অপেক্ষা কদভ্যাস শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। শূন্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে উপরে উঠিতে যত সময় লাগে নীচে পড়িতে তাহার অর্দ্ধেকেরও কম সময় লাগে না। ক্রমান্বয়ে কিছু দিন পাঠবন্ধ করায় পাঠশালার নামে শান্তিরাম আরও কাঁদিত, গৃহ হইতে পলাইয়া লুকাইতে চেষ্টা করিত, প্রাতঃকাল হইলে বাড়ীর বাহিরে দেখা দিত না।

আমাদিগের দেশের অনেক পিতা মাতাই জানেন যে বালকের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পুস্তক ক্রয়, বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন দান ইত্যাদি কতকগুলি আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিলেই পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় সম্পাদন করা হইল। তাহা হইলেই তিনি পুত্রঋণবিমুক্ত হইলেন। কালীকৃষ্ণ বাবুকে প্রতিদিন ১০টার সময় কাছারী যাইতে হইত, আসিতে পাঁচটা বাজিত; কোন কোন দিন প্রদীপ

জলিত। সে সময় শান্তিরাম রাত্রির আহার্য্য উদরসাৎ করিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিত। সুতরাং তিনি প্রতি-দিন বালকের লেখাপড়ার খবর লইতে পারিতেন না। মা লেগ্লাইয়া শান্তিরামের পিতার নিকট টাকা পাওয়া যায় জানিয়া শান্তিরামের প্রতি গুরুর অযত্ন, ছেলে ঘুমাইলে তাহার লেখাপড়ার খবর লওয়া অসঙ্গত জানিয়া কালীকৃষ্ণের উপেক্ষা, আর পিতার আগমন কালে ঘুমাইতে পারিলে লেখাপড়ার খবর থাকেনা জানিতে পারিয়া শান্তি রামের নিদ্রাতৎপরতায় দুই এক মাস করিয়া অনেক দিন পাঠশালে গমনাগমন তাহার বন্ধ হইল। ক্রমে সে পাঠ-শালা যাওয়া ভুলিয়া গেল। এখন পাঠশালার কথা কেহ মুখে আনিলেই আর রক্ষা ছিল না, যে সে কথা মুখে আনিত তাহাকে গালি দিত, দাস দাসী হইলে তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। এই করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা এবং অর্থ উপার্জন করিবার সংসারে শান্তিরামের ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময় কালীকৃষ্ণ বাবু একদিন একটী বন্ধুর বাটীতে গিয়া তাঁহার পুত্রকে অনাবিষ্ট হওয়ার জন্য তিনি ভৎর্সনা করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার আপন পুত্রের কথা মনে পড়িল। তখনও তিনি জানিতেন পুত্র নিয়মিত রূপে পাঠশালায় যায়। মধ্যে একটা রবিবারে পুত্রকে ডাকিয়া জানিলেন যে, সে ককারাদি বর্ণেরও সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। সুতরাং তখন রামধন সরকারের উপর

তাঁহার একটু অভিমান জন্মিল; তাঁহাকে ডাকিয়া এক-বারেই বলিলেন--"যে শান্তিরামকে আর তাঁহার লেখা-ইতে হইবে না, তিনি তাহার দ্বিতীয় বন্দোবস্ত করিবেন।" গুরু বেচারীর এত চেষ্টা বিফল হইল। সে বাবুর কাছে অনেক কান্না কাটনা করিল, কালীকৃষ্ণ বাবু বিশেষ দয়ালু, গুরুকে আরও কিছু দিন সময় দিলেন—সময় দিলে কি হয়, শান্তিরাম আর পাঠশালায় গেল না। গুরু প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা পাইত, কিন্তু কাজে কিছু হইত না। একদিন বহু পীড়াপীড়ি পাইয়া শান্তিরাম বাটী হইতে প্রস্থান করিল, প্রাতঃকাল হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মাতা পুত্রকে না পাইয়া নানা দিকে লোক পাঠাইলেন, সকলেই বিফল যত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিল, শান্তিরামকে পাওয়া গেল না। বেলা দশটা বাজিতে যায় কালীকৃষ্ণ বাবু আপিশ যাই-বেন, পুত্র বাটীতে না আসায় বলিয়া গেলেন পুনরায় তাহার অনুসন্ধান করা হয়, থানায় সংবাদ দেওয়া আবশ্যক, যখনই পাওয়া যাইবে, তখনই যেন তাঁহাকে আপিশে খবর পাঠান হয়। শান্তিরামের মাতা স্বামীকে যথোচিত মিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন, চক্ষে কয়েক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন, বলিলেন পুত্রকে না পাওয়া যায় তিনি আত্মহত্যা করিবেন। কালীকৃষ্ণ অনেক প্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিলেন তিনিও আপিশে থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে ত্রুটী করিবেন না।

তাঁহারও মন যার পর নাই ব্যাকুল, তিনিও নিশ্চিন্ত নহেন, —তবে কি করিবেন চাকরী দাসত্ব নতুবা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে আজি তিনি কাছারী যান। যাহাহউক অনেক কথা বার্ত্তার পর তিনি বাটী হইতে যাত্রা করিলেন। আপিশ যাইবার সময় নিজেই থানায় গিয়া পুত্রের রূপ গুণের পরিচয় দিয়া তাহার অনুসন্ধান জন্য পুলিশকে বলিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিবেন তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দেওয়া হইবে এ কথাও অঙ্গীকার করিলেন।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইল,—কালীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে হুলস্থূল ব্যাপার—শান্তিরামকে পাওয়া যায় নাই। বাড়ীর মধ্যে, এক মাত্র মুখচাওয়া ছেলে শান্তিরাম আজি বাড়ীতে নাই, বাড়ীর গৃহিণীর মন আজি বড় খারাপ,—দাস, দাসী, আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগের কেহ সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না,—গৃহিণী এত বেলাতেও বিন্দু মাত্র জল গ্রহণ করেন নাই,—তাহার উপর পুত্রেব চিন্তা। ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল,—ছেলের তত্ত্ব পাওয়া গেল না। যত বেলা পড়িতে লাগিল গৃহস্থের অবস্থা ততই ভয়ানক হইতে লাগিল, শান্তিরামজননী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, সে কান্না শান্তিরাম ব্যতীত কিছুতেই নিবৃত্তি হইবার নহে,—সম্প্রতি শান্তিরামের অভাব সুতরাং মাতার

কান্না নিবারণেরও কোন ভাব দেখা গেল না। বাড়ীতে হৈ—হৈ—রৈ—রৈ রব—এমন সময় একজন হড্ডিপের পশুশালায় কতকগুলি শূকরশিশুর মধ্যে শান্তিরামকে নিদ্রিত পাওয়া গেল। এই সংবাদ শুনিয়া জননী আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে দেখিবার জন্য লালায়িত হইলেন, ইচ্ছা যে পুত্র যেখানে আছে, সেইখানে গিয়া তাহাকে বক্ষে করিয়া লইয়া আইসেন। দেখিতে দেখিতে পুত্র হড্ডিপপ্রবরের ক্রোড়যানে আরোহণ করিয়া একটী শূকর শিশু লইয়া হাসিতে হাসিতে বাটীতে আসিল। সেই মুহূর্ত্তেই আপিশে সংবাদ গেল। বাড়ীতে আনন্দ কোলাহল উঠিল;—পুত্রের প্রতি মাতার যত্ন সহস্রগুণে বাড়িল. তিনি ভাবিলেন আর মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে দৃষ্টির আড়াল করিবেন না। কালী বাবু আপিশ হইতে সকাল সকাল বাড়ীতে আসিলেন, সমস্ত দিনের পর পুত্রকে দেখিতে পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। একদিনের পলায়নেই শান্তিরামের গুরুভয় কতক টা দূর হইল। শান্তিরামক জিজ্ঞাসায় তাহার মাতা জানিয়াছিল গুরু মহাশয়কে দেখিলেই তাহার বুক টিপ্ টিপ্ করে, গা কাঁপিতে থাকে, প্রাণকে যেন কিসে তাড়া দেয়। শান্তিরামের মাতার নিকট যাহাদের স্বার্থ ছিল তাহারা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—বলিল ছেলের জ্ঞান জন্মিয়াছে, এখন আর এ ছেলেকে ভুলান সহজ নয়, "সরকার মিন্সেকে" দেখলে তাহাদেরই ভয়, শান্তিরাম ত

ছেলে মানুষ। সেই দিন হইতে রামধন সরকারের মাসিক একটী টাকা জলে গেল, এমন কি তাহার কালীকৃষ্ণের বাড়ীতে আসা বন্ধ হইল। ক্রমে সে পাড়ায় গতিবিধি করাও দুষ্কর হইয়া উঠিল।

শান্তিরামের পলায়নের কয়েকদিন পরে তাহার পিতা তাহার আত্মগোপনের, আর কি উপায়ে পুত্রেরলেখাপড়া হইয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পৃথক্ গুরু মহাশয় রাখিয়া পুত্রকে বর্ণমালার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কয়েকদিন অনুসন্ধানের পর কৃত্তিবাস নায়েক নামে একজন গুরু আসিয়া উমেদার হইল। খোরাক পোষাক আর মাসিক তিন টাকা বেতনে শান্তিরামের শিক্ষা কার্য্যের ভার লইয়া কৃত্তিবাস কালীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কৃত্তিবাসের বয়স ছাব্বিশ সাতাইশ বৎসর, দেখিতে নিতান্ত রামধনের মত নহে, বর্ণটা একটু উজ্জ্বল; ছোট করিয়া ছাঁটা চুলগুলি ফিরাণ, অল্প অল্প গোঁপ উঠিতেছে। সে শান্তিরামকে লইয়া দুসন্ধ্যা দুবেলা বর্ণমালা শিক্ষা দিতে লাগিল। কৃত্তিবাস অল্প বয়স্ক যুবক, বড় অধ্যবসায়শীল, প্রাতঃকালে পাঠশালায় বসিয়া শান্তিরামকে আপন হস্তে জলখাবার খাওয়ায়, স্নানকালে আপনি স্নান করাইয়া দেয়, আহারের পর আপনি কোলে করিয়া ঘুম পাড়ায়, এরূপ ও নানা রূপে ঘনিষ্ঠতা করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই শান্তিরামের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইল। আনুগত্য ব্যতীত গুরুর আর

একটী গুণ ছিল,তাহার গলাটী বড় মিষ্ট,—তালমান বোধ না থাকিলেও গুরুর সঙ্গীত জ্ঞানের অভিমান টুকু ছিল, সে বিষয়ে তাহার বড় একটা লজ্জাও ছিল না। এ জন্য অনুরোধ মাত্রেই গলা কাঁপাইয়া, টিপিয়া, তুলিয়া ছাড়িয়া ভৈরবী বেহাগে, টোড়ী ঝিঝিটে, রাগে বিরাগে দাশরথী, গোপালে উড়ে, মধুকাণের শ্রাদ্ধ করিত। গুরুর অনেক সাধ্য সাধনায় শান্তিরাম বঙ্গভাষার বর্ণমালার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা এমন কি আলাপ পরিচয় করিতে সে নিতান্ত নারাজ ছিল। গুরু পীড়াপীড়ি বা স্তবস্তুতি করিলে শান্তিরাম এক একবার বলিত "তুই একটা গান কর, তবে লিখিব।" এইরূপ নানা অত্যাচারে শান্তিরামের পিতার নিকট সম্ভ্রম বজায় করা গুরুর পক্ষে বড় সহজ হইল না। গুরু কৃত্তিবাস কিন্তু সহজে ছাড়িবার লোক নহে। শান্তিরাম যেরূপ চায় সেইরূপ করিয়াই তাহাকে শিক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ নহে। কাজেই শান্তিরামকে হারি মানিয়া কয়েকটা বর্ণের সহিত পরিচয় করিতে হইল। শান্তিরাম এত দিনে "ক খ" শিখিল। পাড়াময় কৃত্তিবাসের অধ্যবসায়ের প্রশংসা হইল। কালী বাবু গুরুকে একজোড়া থানের ধুতি আর একটী টাকা বেতনের উপর পুরস্কার দিলেন। কৃত্তিবাস উৎসাহ পাইয়া পরিশ্রমের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিল। সকল প্রকার দান দাতার ইচ্ছাতেই সফল

হয় কিন্তু বিদ্যাদান একা দাতার অভিপ্রায়ে সিদ্ধ হয় না, দাতা অপেক্ষা গৃহীতার আগ্রহ পূর্ণ মাত্রায় থাকা চাই। সুতরাং কৃত্তিবাসের মুক্তহস্ততা থাকিলেও শান্তিরামের অবহেলায় তাহা সুসিদ্ধ হইল না। শান্তিরাম আজি কালি পাঠশালায় আসিয়া সর্ব্বদাই নিদ্রার আবেশে অস্থির হয়। কৃত্তিবাসেরও এক নূতন দায় উপস্থিত হইল। যাহা হউক বহু যত্নে দুই বৎসরের পরে বর্ণ শিক্ষা শেষ করিয়া শান্তিরাম গণিত শিক্ষার দ্বারে উপস্থিত হইল। গণিতের গণনা ক্লেশ, তাহার উপর গুরুর বিরক্তিকর উপদেশ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল,—শান্তিরাম এখন আর নিতান্ত অজ্ঞান নাই, কিসে গুরুর হাত হইতে অব্যাহতি লয় তাহারই বিশেষ চিষ্টা করিতে লাগিল, ক্রমে গুরুর উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। গুরুর আহারীয়ের সহিত কুদ্রব্য মিশ্রণ, শয্যায় কণ্টকারোপ ইত্যাদি নূতন নূতন উপদ্রব ধরিল। গুরু তখন হতাশ হইয়া বিদায় লইবার পন্থা দেখিতে লাগিল, মাসেক মধ্যে নূতন চাকরীর চেষ্টা করিয়া কালী বাবুর বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল। কালী বাবু আবার শিক্ষক আনিলেন, সেও প্রস্থান করিল,—আর কোন গুরু আসিয়াই শান্তিরামের নিকট তিষ্টিতে পারিল না। শান্তিরাম গুরু শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের ঘোর কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল।

এক্ষণে শান্তিরামের বর্ণজ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার

পিতার পূর্ব্ববৎ ভগ্নাশ হইবার ততটা কারণ ছিল না। তিনি পুত্রকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য স্কুলে পাঠাইলেন। স্কুলে গিয়া শান্তিরাম স্কুলে থাকিত না; যতক্ষণ থাকিত-কোন বালকের পুস্তক ছিঁড়িত, কাহাকেও গালি দিত, কাহার কাগজ পেন্সিল চুরি করিত, গোল করিয়া সকলের পড়ার ব্যাঘাত দিত। আর মধ্যে মধ্যে তাড়া পাইয়া মালীর ঘরে গিয়া নিদ্রাসুখভোগপ্রয়াসী উড়ে বেহারার নাসিকায় কাটি দিত, সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছে দড়ি দিয়া জানালার গরাদে বা খড়খড়ীতে বাঁধিত, জল খাবার ঘরে গিয়া জলের জালায় ছিদ্র করিত। পুত্রের শিক্ষার জন্য কালীকৃষ্ণ বাড়ীতেও একজন মাষ্টার বরাদ্দ করিয়া ছিলেন, তিনি প্রতিদিন বৈকালে আসিতেন, কয়েকটী মিঠাইয়ের অন্তর্জলি করিয়া শান্তিরামকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ীতে যাইতেন।

কালীকৃষ্ণের প্রতিবাসী রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে একটী বাবু দেওয়ানী আদালতে কাজ করিতেন। রাজনারায়ণের সংসারে তাঁহার পত্নী, বৃদ্ধা মাতা, আর সরস্বতী নাম্নী একটী কন্যা। কন্যাটীর বয়স চারি পাঁচ বৎসর। দেখিতে গৌরবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাংসল, স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট,—চক্ষু দুইটী বড় বড়; ছোট কপাল টুকুর উপর রাশি রাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশ। নাসিকাটী সরল এবং অগ্রভাগে উন্নত; অধরওষ্ঠ বিনা তাম্বুলরাগে লোহিত বর্ণ। সরস্বতী

সর্ব্বদাই শান্তিরামদের বাড়ীতে থাকিত, তাহার সহিত খেলা করিত; কোন কোন দিন আপনাদের বাড়ীতে খাইতে যাইত, কোন দিন বা শান্তিরামের মাতা আদর করিয়া শান্তিরামের সহিত তাহাকে খাবার খাওয়াইতেন; সরস্বতী কেবল রাত্রিকালে আপনার পিতা মাতার নিকট শয়ন করিত। শান্তিরাম মহা দুরন্ত, খেলিতে খেলিতে সরস্বতীকে প্রায়ই প্রহার করিত, সরস্বতীও সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া শান্তিরামকে দুই এক ঘা মারিত, কিন্তু শান্তি-রামের বল বেশী এজন্য সরস্বতী মার খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মাতার নিকট যাইত। সরস্বতীর মাতা শান্তিরামের ঈদৃশ ব্যবহারের জন্য কন্যাকে তাহার সহিত খেলাইতে বারণ করিতেন, কিন্তু তাহাতে সে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া প্রহারের পরেও শান্তিরামের নিকট যাইত, পুনরায় মার খাইয়া বাড়ীতে গিয়া কাঁদিলেই তাহার মাতা বলিতেন বেশ হইয়াছে, বারণ করি, শোননা,—কেন সেখানে যাও। সরস্বতী যতক্ষণ কাঁদিত ততক্ষণই বাড়ীতে থাকিত; তাহার পরে আবার খেলাইবার জন্য শান্তিরামের নিকটে ছুটিত। একদিন খেলিতে খেলিতে শান্তিরাম সরস্বতীর বক্ষঃস্থলে এরূপ জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল যে সেই আঘাত আশ্রয় করিয়া সর-স্বতীর জ্বর হইয়াছিল, এই উপলক্ষে শান্তিরামের মাতার সহিত সরস্বতীর মাতার বিলক্ষণ ঝগড়া হইয়া যায়। বিবা-দের পরিণামে এই হয় যে শান্তিরামের সহিত সরস্বতী আর

খেলাইতে আসিবে না। আট দশ দিনের পরে সরস্বতীর জ্বর ভাল হয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে শান্তিরাম একদিন সরস্বতীদের বাড়ীতে খেলাইতে আইসে। সরস্বতীর মাতা তাহাকে দেখিয়া বলেন "খুনে ছেলে, –" এই কথায় শান্তিরাম দেওয়ালে মুখ লুকাইয়া ক্ষণেক কাল দাঁড়াইয়া থাকে। সরস্বতীর মাতা এই কথা বলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন, সরস্বতী আসিয়া শান্তিরামের নিকটে দাঁড়াইল, বলিল "আয় শান্তি, খেলাই গিয়ে," শান্তি বলিল "না ভাই, তোর মা বক্‌বে।"

সর। তুমি ভাই, খেল্‌তে খেল্‌তে মার কেন?

শান্তি। তুমিও ত মার।

সর। আজ থেকে আর মারামারি করবো না।

এই বলিয়া আবার দুইজনে খেলিতে যায়। যদিও সে দিন টা আর পূর্ব্ববৎ কোন গোলযোগ হয় না, কিন্তু তাহার দুই তিন দিন পর হইতে আবার সেইরূপই চলিত। ফলতঃ ততটা বাড়াবাড়ির কথা আর বড় শুনা যাইত না। বোধ হয় সরস্বতীর বক্ষঃস্থলে শান্তিরাম কর্ত্তৃক যে দশনচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল তাহাই তাহাদিগের বিবাদের সীমা বজায় করিত, বৃদ্ধি পাইতে দিত না।

শান্তিরাম স্কুলে যাইত, যতক্ষণ স্কুলে থাকিত, ততক্ষণ স্কুলকে অস্থির করিত। বাড়ীতে আসিয়া কাপড়, পড়িবার পুস্তক ফেলিয়া দিয়া সরস্বতীর কাছে হাজির হইত, তাহার

সহিত খেলা করিত। শান্তিরাম মেয়েলী খেলা বড় ভাল বাসিত,—পুতুলের বিবাহ, ধুলা মাটীতে সংসার খেলার অনুকরণ ইত্যাদি তাহার খেলার প্রধান অঙ্গ ছিল। এই খেলায় রাত্রি দিন কাটিত। সরস্বতীর সহিত খেলিতে খেলিতে শান্তিরাম প্রতিবাসীদিগের ছাগশিশুর কর্ণচ্ছেদ করিত, কাহার বা গোবৎসের পুচ্ছে নেকড়া জড়াইয়া তাহাতে আগুণ দিত, তাহারা যত ছুটাছুটী করিত তাহার খেলার আমোদ ততই বাড়িত; আপনি নাচিয়া কুঁদিয়া আহ্লাদে ভোর, হাসিতে অস্থির হইত। সরস্বতী সে সকল দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া ছুটিয়া মার নিকট যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
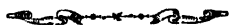
শান্তিরামের বয়স যখন আট বৎসর, তখন সে স্কুলে যায়, লেখাপড়া যত শিখিতে পারুক না পারুক পুস্তক ছিঁড়ে—বস্ত্র ময়লা করে, আর স্কুলের বেতন দেয়। বাড়ীতে পড়াইবার জন্য শান্তিরামের পিতা অতিরিক্ত বেতন দিয়া যে এক জন শিক্ষিক রাখিয়া দিয়াছিলেন,—তিনি প্রাতে সন্ধ্যায় কালীকৃষ্ণের বাটীতে আসিয়া শান্তিরামকে শিক্ষা দিয়া যাইতেন, শিক্ষক দিগের যত্নের ত্রুটী ছিল না, তাঁহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। শান্তিরাম প্রাতঃকালে উঠিত, বাড়ীর বাহিরে তাহার পিতা পড়িবার জন্য যে একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ছিলেন সেই ঘরে আসিয়া বসিত, মাষ্টার মহাশয় আসিয়া অপেক্ষা করিতেন, ছাত্র উপস্থিত হইলেই তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন। যখন তিনি পাঠ বলিয়া দিতেন তখন পর্য্যন্ত শান্তিরাম হয় প্রাতঃসমীর সেবিত ক্ষুদ্র বিহঙ্গম দিগের নর্ত্তন কুর্দ্দন দেখিত—না হয়

তৃণ ভোজনরতা গাবী পৃষ্ঠে কাকের আরোহণ—গাবী অঙ্গে তাহার চঞ্চুর আঘাত, এবং তজ্জন্য গাবীর বিরক্তি ও শৃঙ্গ সঞ্চালন নিবিষ্ট মনে দেখিত আর মুখে পাঠ আবৃত্তি করিত। মাষ্টার মহাশয় বালককে বারম্বার অন্য মনস্ক দেখিয়া পাঠে মনোনিবেশ জন্য নানা উপদেশ দিতেন, সে উপদেশ বাক্যের কোন টা তাহার কর্ণে পৌছিত, কোন টা বা বাহিরের বাতাসে লয় প্রাপ্ত হইত। নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলেই মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা মাত্র শান্তিরাম বলিত পাঠ অভ্যাস হইয়াছে। মাষ্টার মহাশয় চলিয়া যাইতেন। সন্ধ্যাকালে আবার আসিতেন। এ সময়ে আলোক ব্যতীত বহির্বস্তুর সহিত দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, এ জন্য শান্তিরাম প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ দেওয়ালের ছবির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অনবরত হাই তুলিত, হাই তুলিতে তুলিতে চক্ষু বুজিত, মাষ্টার মহাশয়ের তাড়নায় এক একবার চাহিত, পরে তাড়না উপেক্ষা করিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে পুস্তকের উপর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া যাইত; বারম্বার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে মাষ্টার মহাশয় উঠিয়া যাইতেন। শান্তিরামও বাড়ীতে গিয়া শয়ন করিত।

এই সময়ে শান্তিরামের পিতার পদ বৃদ্ধি হইল; তিনি ডেপুটি কলেক্টরী পাইয়া স্থানান্তরে বদলী হইলেন। যে স্থানে বদলী হইলেন সে স্থানটীর প্রকৃত নাম আমরা গোপন রাখিয়া ফিরোজাবাদ বলিব। ফিরোজাবাদে যাইবার

সকল বন্দোবস্ত স্থির হইল। বাড়ী ঘর স্থির না করিয়া এক বারে তথায় পরিবার দিগকে লইয়া যাওয়া অনুচিত ভাবিয়া তিনি পরিবারদিগকে কিছু দিনের জন্য আপন বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

হুগলী জেলার গঙ্গাতীরে " মালিনীবেড় " এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম; সেইখানেই কালীকৃষ্ণ বাবুর পুরুষ পুরুষানুক্রমে বাস। তাঁহার এক বৃদ্ধ মাতুল এবং মাতুলানী সেই বাড়ীতে থাকিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও লোকলৌকিকতা রক্ষা করিয়া ভিটায় সন্ধ্যা দিতেন। তিনি এক্ষণে তাঁহার মাতুলকে পত্র লিখিয়া তাহার পরে স্ত্রী পুত্র পরিবার দিগকে মালিনীবেড়ে পাঠাইয়া দিলেন। শান্তিরামও কিছু দিনের জন্য অব্যাহতি পাইল। কালীকৃষ্ণ বাবু শান্তিরামের অন্নাশন দিবার জন্য মালিনীবেড়ে আসিয়াছিলেন, সে আজি আট বৎসরের কথা, তাহার পরে তাঁহাদের কাহারও সেখানে গতিবিধি ছিল না। কালীকৃষ্ণ বাবুর গ্রামের, পাড়ার লোকদিগকে দেশে আসার পরিচয় দিতেই তাঁহার পরিবারদের একমাস কাটিয়া গেল। আত্মীয় অন্তরঙ্গ দিগের মধ্যে সকলেই দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাদের বাটীতে আসিলেন। এক দিন শান্তিরামের মাতুল ভগিনী এবং ভাগিনেয়কে দেখিতে আসিলে শান্তিরামের মাতা আপন ভ্রাতাকে পুত্রের বিশেষ পরিচয় দিলেন, মাতুল সানন্দ চিত্তে, হাসিমুখে ভাগিনেয়কে মিষ্ট

সম্ভাষণ করিয়া ক্রোড়ে লইতে অগ্রসর হইলেন। উপযুক্ত ভাগিনেয় মাতুলকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, তাঁহার নিকটস্থ হইতে চাহিল না। মাতুল পুনরপি যত্ন পাইয়া বলিলেন "বাপু, ও সকল কথা মুখে আন্‌তে আছে? আমি তোমার মাতুল হই।" শান্তিরাম বাঁকা চুরা কথায় জবাব দিল "আমি বাবাকে শ্যালা বলি।" মাতুল ভাগিনেয়ের কর্ত্তব্যজ্ঞান সেইখানেই বুঝিয়া লইলেন, আর সে কথার প্রতিবাদ করিলেন না। আশঙ্কা পাছে শান্তিরাম আরও উপরে উঠে।

মালিনীবেড়ে একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ছিল। তাহাতে ইংরাজী বাঙ্গালা দুই ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইত। কালীকৃষ্ণ বাবু ফিরোজাবাদ পৌছিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিলেন কিছু দিন পরিবারদের সেখানে যাওয়া হইবে না। এই সময় যেন শান্তিরামকে বসাইয়া না রাখিয়া গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়িতে দেওয়া হয়। তদনুসারে কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতুল স্বয়ং গিয়া শান্তিরামকে স্কুলে দিয়া আসিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু দেশের মধ্যে আজি কালি একজন গণনীয় লোক,—তাঁহার পুত্রকে স্কুলে পাইয়া মাষ্টার মহাশয়েরা আপনাদিগের স্কুলের মাসিক চাঁদার প্রত্যাশায় শান্তিরামকে বিলক্ষণ আদর করিয়া বসাইলেন, সকলে সমবেত হইয়া শান্তিরামের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। যতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল শান্তিরাম সকল গুলিরই

এক উত্তর দিল "অতদূর পড়া হয় নাই।" অন্যের ছেলে হইলে বর্ণ পরিচয় পড়িবার উপযুক্তও হইত না, কিন্তু শান্তিরাম তাহার উপরে আসন পাইল। শান্তিরাম বড় বাপের বেটা, বেশ ভূষায় তাহার জোড়া ছেলে স্কুলে ছিল না। সকলেই উঁকি ঝুঁকি মারিয়া শান্তিরামের সাটিনে আঁটা নধর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল, সকলেই তাহার প্রণয় প্রত্যাশায় ছুটীর পর তাহাকে বেষ্টন করিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; শান্তিরাম সকল কথার জবাব দিল না। ক্রমশঃ তাহারা শান্তিরামের কথা বার্ত্তায়, আচার ব্যবহারে হতাশ হইয়া তাহার নিকট আসিতে ক্ষান্ত হইল। পাড়ার ছোট লোকের ছেলেরা আসিয়া তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে বিদায় লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, কিন্তু শান্তিরামের মাতা তাহার সহচর দিগকে ভাল মন্দ খাবার দিতেন, সেই খাতিরে ছোটলোকের ছেলেরা শান্তিরামের গালি মন্দ চড়টা চাপড়টাকে উপেক্ষা করিয়া খাবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। তবে যাহাতে শান্তিরামের মনস্তুষ্টি জন্মাইয়া অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পায় তাহার তদ্বির দেখিতে লাগিল। কেহ কুকুরশাবক, কেহ নকুলশিশু, কেহ বা পক্ষীশাবক উপহার দিয়া শান্তিরামের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিল। শান্তিরাম দিন দিন নূতন খেলা পাইয়া তাহাদের প্রতি বেশ প্রসন্ন হইল। তাহার খেলার শ্রী

বৃদ্ধিতে মাষ্টার মহাশয়দিগের আশার মূলে ভস্ম পড়িতে লাগিল। শান্তিরাম কিছু দিনের মধ্যে স্কুল পবিত্র করিতে একবারে নারাজ হইল। সে নিরন্তর নানা প্রকার পশু পক্ষীতে পিতৃভবনকে চিড়িয়াখানা করিয়া তুলিল।

ফিরোজাবাদ একটী সহর; সেটী একটী জেলার হেড কোয়ার্টর। শান্তিরামের পিতা তথায় গিয়া সহজেই ভাল বাসাবাড়ী পাইয়াছিলেন। বহুদিনের পর পরিবারগণ দেশে গিয়াছেন এজন্য তিনি ছয় সাত মাস পরে পরিবার-গণকে আপনার নিকটে লইয়া গেলেন। শান্তিরামের আবার বিপদের পালা পড়িল, আবার স্কুল যাইবার কথা উঠিল, আবার মাষ্টার পণ্ডিত মহাশয়দিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইল। কিন্তু এখন তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিবার বিষয়ে শান্তিরামের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। শান্তিরাম স্কুলের পথে যাইত, সব দিন স্কুল প্রবেশ করিত না। কোন দিন পথে খেলা করিত, কোন দিন পাড়ার ছেলেদিগকে লইয়া পশু পক্ষীর অনুসন্ধানে বাহিরে চলিয়া যাইত, সন্ধ্যাকালে আসিত, বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত সহাধ্যায়ীদিগের সহিত লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে-ছিল, স্কুলে মাষ্টার মহাশয়েরা জিজ্ঞাসা করিলে কোন দিন বলিত বাড়ীতে মাতার ব্যামোহ, কোন দিন বা আপনার পীড়ার ভান করিত, ফলতঃ শিক্ষকেরা সাধারণতঃ বওয়াটে ছেলেদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, শান্তি-

রামের সহিতও তদ্রূপ ব্যবহার করিতে নিগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। শান্তিরাম নানা তদ্‌বিরে, কোন বৎসর কাঁদিয়া কাটিয়া কোন বৎসর বা মাষ্টার মহাশয়দিগের হাতে পায়ে ধরিয়া দুই বৎসরের পর এক বৎসর নূতন পুস্তক ক্রয় করিবার অনুমতি পাইত। কিন্তু শান্তিরামের পিতা তাহাকে প্রতিবৎসরই নূতন নূতন পুস্তক কিনিয়া দিতেন। সংসারে কোন্ মাতা পিতা না কামনা করেন যে পুত্র রূপে কন্দর্প, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধনে কুবের হইয়া সংসারে আপনাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হয়। সংসারের সকল লোকেরই এই বিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদিগের ইচ্ছার সফলতায় বিঘ্ন বিপত্তি ঘটে, আশার সার্থকতা ঘটে না। শান্তিরামের জন্মকালে সংসারের স্বভাব সিদ্ধগুণে কালীকৃষ্ণ বাবুর মনে যে সকল আশা জলন্ত মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষবৎ হইয়া তাঁহাকে নানা লোভ দেখাইয়াছিল, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন ছেলে বি, এ; এম, এ, অভিধানে অভিহিত হইবেন, তাঁহার অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা শক্তিতে অদ্বিতীয় হইয়া সংসারে তাঁহার সকল অভাব মিটাইতে সমর্থ হইবে। কিন্তু শান্তিরামের ভাবগতিকে তাঁহার সে সমস্ত আশা ভরসা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতে লাগিল। শান্তিরাম পৃথিবীতে আসিয়া পনর ষোল বার ষড় ঋতুবিলাসিনী ধরিত্রীকে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর সহিত বিহার করিতে দেখিল। সূর্য্যদেব শান্তিরামের

জীবনে পনর ষোল বার উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণে উত্তর দক্ষিণে যাতায়াত করিলেন। বনের গাছের ন্যায়, পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় শান্তিরামের দেহ বৃদ্ধি ও পুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন তৃণ গুল্ম রহিত অনুর্ব্বরা মরুর ন্যায় পূর্ব্বেও যেমন ধূ ধূ করিত, আজিও তেমনি ধূ ধূ করিতে লাগিল। যে যে দিন সে স্কুলে যাইত সেই সেই দিন যা দুই এক পংক্তি শিখিত সে গুলি কেবল মরুভূমে ওসিশের ন্যায়। যে নিয়মে অতল সমুদ্রবক্ষেও দ্বীপের আবির্ভাব, মরুভূমে ওশিশের উদয়, পৃথিবীদেহে নদী হ্রদ তড়াগের সৃষ্টি, সেই নিয়মে শান্তিরামের পতিত মানসক্ষেত্রেও দুই একটী উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল।

পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শান্তিরামের পশু পক্ষীর খেয়াল তত টা রহিল না। দিনে দিনে অন্য এক জাতীয় পশু পক্ষী রাশি রাশি আসিয়া তাহার নিকট জুটিতে লাগিল। বনের পশু, বনের পক্ষী না ধরিয়া আনিলে আইসে না, পিঞ্জরে রাখিয়া ভাল খাবার দিয়া, ভাল করিয়া না পড়াইলে পড়ে না, মনের মত বোল বলে না। কিন্তু এ পশু আপনা হইতে পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত হয়, অঙ্গ লেহন করে। এ পক্ষী আপনা হইতে উড়িয়া আসিয়া গায়ে বসে, মধুর গায়, মন পাইবার অনেক কাজ করে। এই জাতীয় পশু পক্ষী তোমার আমার নিকট আইসে না, তোমার আমার পায়ে পড়ে না, গায়ে বসে না, তোমাকে

আমাকে মধুর গান গাইয়া শুনায় না। পথে ঘাটে দেখা হইলে উড়িয়া কাছে আসে, গায়ে বসিতে পায় না, বসেও না। তোমার আমার কাছে কি আছে যে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে? সংসারে যাহাতে যাহার আকাঙ্ক্ষার পরিতোষ না হয় তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি থাকে না; সংসারী মনুষ্যের সকল কাজেই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা চাই তাহা না থাকিলে কেহ কখন কোন কাজ করে না। তুমি আমি আপনাপন আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্যই লালায়িত; অন্যে তোমার আমার কাছে কি রূপে তাহার প্রত্যাশা করিবে। সংসারীর সকল কাজেই অর্থের প্রয়োজন, অর্থ বিনা সংসারী কখন আপন অভাব মিটাইতে পারে না, এ জন্য সংসারের ছোট বড় সকলেই সংসারে থাকিয়া অর্থ ভিন্ন অন্য বস্তুর তত টা আকাঙ্ক্ষা করে না। সে আকাঙ্ক্ষা সহজে মিটাইবার স্থান এক মাত্র ধনিসন্তান। এ জন্য সংসারের অর্থহীন পশু পক্ষীরা ধনী দেখিলেই তাঁহার নিকটে ছুটিয়া যায়, পদতলে লুণ্ঠিত হয়, মধুর স্তোত্রে তাঁহার কর্ণে সুধা ঢালিয়া দেয়। হরির পিতৃমাতৃ দায়, তাহার অর্থ নাই, ধনীর দ্বারস্থ হইল,—ধনী মিষ্টরবে, মধুর স্তবে তুষ্ট হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবেন এই আশায় হরি গললগ্ন কৃতবাসে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাদায়, উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে অর্থের প্রয়োজন তাই ধনীর অট্টালিকাতোরণে হিন্দুস্থানী দ্বারবানের ধাক্কা খাইয়া বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

সংস্কৃতশ্লোকে তাঁহার যশোরাশিকে সমুদ্রপারে পাঠাইতেছেন, কখন বা অন্তরীক্ষে নক্ষত্ররূপে নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া নিশাকরের কলঙ্ক মুছিয়া তাহার সহিত উপমা দিতেছেন। রামেন্দ্রনাথ দেশহিতৈষী হইয়া নিজগ্রামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, অনেক চেষ্টায় তাহার পরিপোষণে হারি মানিয়া রাজা বাহাদুরের রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া সংবাদপত্রে, গবর্ণমেণ্টের ঘরে তাঁহার বড় নামের সুখ্যাতির কথা তুলিয়া, রাজশ্রীর উন্নতি কামনা করিয়া, চাঁদার বহী খানি হাতে তাঁহার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিতেছেন। সেই সময়ে হয়ত বিধুভূষণ একখানি সার্দ্ধ দুই ফর্ম্মা উপন্যাস ছাপাইয়া, তাহাতে বহুতর সভক্তি উপহারবাক্য যোজনায় তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন করিয়া মুদ্রাঙ্কণের জন্য কিঞ্চিৎ আনুকূল্য প্রার্থনার জন্য উপস্থিত। রাজা বাহাদুরের দরবার আত্মীয় অন্তরঙ্গে, আমলা চাকরে, ভিক্ষুকে গ্রন্থকারে, সম্পাদক অভ্যাগতে পরিপূর্ণ। সকলেই তাঁহার শ্রীমুখের মধুরবাক্যপিপাসু হইয়া একদৃষ্টিতে অবস্থিতি করিতেছেন।

আমাদের শান্তিরামের পিতাও সেরেস্তাদারী করিয়া জমিদারী ঘর বাড়ীর সহিত বেশ দশ টাকার সঙ্গতি করিয়া ছিলেন। শান্তিরাম তখনও অপ্রাপ্ত ব্যবহার, বিষয় কার্য্য দেখা শুনা বা সাংসারিক কর্ম্মের তত্ত্বাবধারন কিছুতেই তাহার হাত ছিল না, এখনও সে স্কুলে গতায়াত করার পরিচয়

দিয়া থাকে, পিতার নিকট খরচের জন্য অর্থ প্রার্থনা করে। তাহা হইলে কি হয়, শান্তিরাম তোমার আমার ঘরের ছেলে নয় যে খাওয়া পরা চলিলেই তাহার খরচের-শেষ হইল, বড় মানুষের ঘরের ছেলেদিগের অশন বসন ছাড়া বিলাসবিভোগের ব্যয় আছে। ছেলে ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, ভাল করিয়া বেড়াইবে, পিতা মাতার এই ইচ্ছাকে প্রশংসা করা যায়। কিন্তু তদর্থে উচিতাধিক অর্থ ব্যয় উপেক্ষণীয় নহে। তোমার আমার ঘরের ছেলে খাইতে পরিতে পাইলেই সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট না হইলেও তাহাদিগকে পিতা মাতা, রক্ষাকর্ত্তার অভাব চিন্তা করিতে হয়, যে ছেলে চিন্তা করিতে চায় না, তাহাকেও বাধ্য হইয়া নিরস্ত থাকিতে হয়, সে জানে যে চাহিলেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অনেক সময় আবশ্যকীয় ব্যয় সত্ত্বেও তাহাকে নীরব থাকিতে হয়। বারম্বার প্রার্থনাপূরণের অভাবজনিত অভ্যাস তাঁহার মনে আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা করিতে পারে না। তবে যাহারা চাহিলে পায় তাহারা না চাহিবে কেন, পিতা মাতা হইয়া সাধ্যসত্বে পুত্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অতি অল্প লোকেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, পুত্রের অভাবের সাঙ্গত্য অসাঙ্গত্য তত টা ভাবেন না। পুত্র সৎ বা অসৎ যেমন হয়েন সেইরূপে সেই অর্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ছেলে সৎ হইলে আপনার খাবার পরিবার খরচের সংকুলান করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দরিদ্রে দান, বিপন্নের বিপদ

মোচন, সৎপুস্তক পাঠ, সদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োগ করেন, অন্যপক্ষে থাওয়া পরার নাম করিয়া অর্থসংগ্রহে শৌণ্ডিকসেবা, বারবালার সন্তোষ, এবং উদ্যানবিলাসে ব্যয় করা হয়।

আমাদের কালীকৃষ্ণ বাবুর অনেক যত্নের, অনেক আদরের শান্তিরাম দুর্ভাগ্যক্রমে শেষোক্ত শ্রেণীর ছেলে। আজি কালি শান্তিরাম বেলা দশটায় আহার করে, বেশ্যালয়ে যায়, সেখানে গিয়া অপ্সরার মধুমাখান কোকিল কণ্ঠের সুখের সঙ্গীতে মত্ত হয়, আকাশের কোন্ দিক্ দিয়া, কেমন করিয়া, কখন সূর্য্যদেব পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে চলিয়া যান তাহার খবর রাখে না। সন্ধ্যা হইলে শান্তিরাম পিতা মাতার ভয়ে অনিচ্ছায় ঘরে আসে। কোন কোন দিন অনুরোধে পড়িয়া, গলা ধরিয়া হাসিমুখের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া গিয়া শান্তিরামের এক এক রাত্রি বাহিরে কাটিয়া যাইত। ইংরাজী মাস কাবার হইবার দুই চারি দিন পূর্ব্বে এবং পরে তাহাকে দুই দশ দিন মাত্র স্কুলে দেখা যাইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
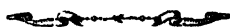
শান্তিরাম পূর্ব্বমত চেষ্টায় ক্রমে ইংরেজী ভাষার প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি পড়িবার অধিকার পাইল, মাষ্টার মহাশয়দিগের নিকট কান্না কাটনা করিয়া দুই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিতও হইল। সিণ্ডিকেট সভার নিকট তদ্বির চলেনা। তবে পরীক্ষার কয়েক দিবস পূর্ব্বে সে কলিকাতায় আসিয়া প্রশ্নগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে কথা গোপন রহিল না, প্রকাশ হইয়া পড়িল, শান্তিরাম পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, আপন সাহস মত পরীক্ষা দিতে আসিবার পূর্ব্বে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আইসে সে এ বৎসর এণ্ট্রেন্স পাশ করিবে। কিন্তু পরীক্ষাগৃহে আসিয়া দেখিল সে সকল প্রশ্নের একটীও নাই। কাজেই ছাই ভস্মে কাগজ পূর্ণ করিয়া চলিয়া আসিতে হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া

দ্বিতীয় দিনে শান্তিরাম কলিকাতাবিহারে মনোনিবেশ করিল। বিডন ষ্ট্রীটের উত্তর দিকের কোন ত্রিতল গৃহে রজনীযোগে কলিকাতার একজন লব্ধনামা চিকিৎসকের সহিত তাহার আলাপ হইল, দেশকাল পাত্র এবং অবস্থা বিশেষে তাঁহার সহিত শান্তিরাম মনে মনে, প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গেল,—ডাক্তার বাবু সে রাত্রি চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্যে উদরের জন্মতিথির পূজা করিলেন, বাধ্য বাধকতায়, ঘনিষ্ঠতায় ডাক্তার বাবু শান্তিরামের কেনা হইলেন। তখন শান্তিরাম ভাবিল সংসারে ডাক্তার বাবু অপেক্ষা তাহাঁর আত্মীয় কেহ নাই, ডাক্তার বাবুও ভাবিলেন পৃথিবীতে যা লোক আছে তা শান্তিরাম। এক রাত্রির পরিচয়ে পরস্পরে আজন্ম পরিচিত বন্ধুর অপেক্ষা সহৃদয়তা, সহানুভূতি, এবং একপ্রাণতা জন্মিল, দেখিলেই বোধ হইবে পৃথিবীতে এমন বন্ধুতা, এমন আত্মীয়তা কোথাও কাহার নাই। দেহে ছায়া, গাছে লতা, জাহাজে "জলি বোট;" ট্রেণে ব্রেকভান, ব্যঞ্জনে লবণের ন্যায় একে অন্যের অনুগামী। উভয়ে খুব মিশিল, খুব মাখা মাখি হইল, তাহাদের প্রণয় কিমীয় মিশ্রণের ন্যায় এক নূতন জিনিষের সৃষ্টি করিল।

শান্তিরাম পরীক্ষা দিবার খরচের যে কয়টী টাকা আনিয়াছিল সেই রাত্রিতেই ফুরাইয়া গেল, কিন্তু এখনও তিন দিন থাকিতে হইবে, পর দিন আবার প্রণয়পিপাসার

তৃপ্তি জন্য ডাক্তার বাবুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এখন টাকার কি! শান্তিরামের পিতা যে জেলার ডেপুটী সেই জেলার কয়েক জন পরিচিত বণিক কলিকাতায় ব্যবসায় করিতেন। শান্তিরাম আপন ভৃত্যকে দিয়া তাঁহাদের এক জনকে লিখিয়া পাঠাইল, পরীক্ষা দিতে কলিকাতায় আসিয়া তাহার পীড়া হইয়াছে, চিকিৎসার খরচ নাই, পত্রবাহক মারফৎ একশত টাকা পাঠাইলে বিশেষ উপকার হয়। মহাজন চিঠী পাইয়া তৎক্ষণাৎ একশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। শান্তিরাম পিতাকে ডাকের পত্রে পীড়ার সংবাদ জানাইল। ডাক্তার বাবুও সেই পত্রে লিখিয়া দিলেন তিনি তাহার চিকিৎসা করিতেছেন। কলিকাতার রামবন্ধু বাবু এক জন প্রসিদ্ধ ডাক্তার;—রাঢ়ে বঙ্গে তাঁহার নাম, যশ আছে, সুতরাং পুত্রের পীড়ায় কালীকৃষ্ণ বাবুর সন্দেহ করিবার কিছু রহিল না। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া পুত্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। পরীক্ষার আপদ মিটিয়া গেল, শান্তিরাম ফিরোজাবাদে প্রত্যাগমন করিল। কলিকাতা আসিয়া কেবল ডাক্তার রামবন্ধু বাবুর প্রণয় ভিন্ন তাহার আর কিছু লাভ হইল না।

কালীকৃষ্ণ বাবু পীরপুর জমিদার বাড়ীতে বিবাহ করিতেন। এই সময়ে শান্তিরামের মাতামহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। মাতামহ নিঃসন্তান, সুতরাং তাঁহার ত্যক্ত বার্ষিক ষষ্টী সহস্র মুদ্রা উপস্বত্বের জমিদারী শান্তিরামে আসিয়া

বর্দ্ধিল। শান্তিরামের আর লেখা পড়া শোভা পাইল না। এই বৎসর কালীকৃষ্ণ বাবু মহা সমারোহে শান্তিরামের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে আজি কালিকার প্রথা মত শান্তিরাম আপন ভবিষ্য জীবনের সঙ্গিনীকে তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়া দেখিয়া আইসে, রূপেগুণে চারুবালা তাহার মনোনীত হইয়াছিলেন। চারুবালা বিবাহের পূর্ব্ব বৎসরে ছাত্রিবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেথুন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বঙ্গীয় রমণী বঙ্গ সমাজের নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধিনী, তাই শান্তিরাম চারুবালাকে পরীক্ষা করিবার পূর্ণাধিকার পাইল, কিন্তু চারুবালা তাহাতে বঞ্চিতা হইলেন। ফলতঃ বিবাহনিশার দুই তিন দিন পরেই তাঁহার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল, স্বামীত্ব ব্যতীত শান্তিরামকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার আর কোন গুণ ছিল না, তাহা তিনি বুঝিয়া লইলেন। তাহাতেই আপনার ললাটলিপির স্থূল মর্ম্ম অনেকটা জানিতে পারিলেন। যাহা হউক চারুবালা এখনও বালিকা, শান্তিরামচরিত্রের গুহ্যাদপি গুহ্যাংশগুলি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। বিবাহের অষ্টাহ পরে তিনি যথারীতি পিত্রালয়ে আসিলেন।

মাতামহের সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য শান্তিরামের এখন পীরপুর গমন আবশ্যক হইয়া উঠিল। কালীকৃষ্ণ বাবু একজন প্রবীণ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া শান্তিরামের সঙ্গে দিলেন। আমাদের শান্তিরাম আজি

পীরপুরের জমিদার, পীরপুর "ষ্টেটের" অর্দ্ধেকের অধিকারী। কিন্তু শান্তিরাম এখন নাবালক, তাহার বয়স এখনও পূর্ণ হয় নাই। মাতামহের উইল অনুসারে কিছু দিন তাহাকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনে থাকিতে হইল। সুতরাং কোর্ট অফ ওয়ার্ডের পাপ নিয়মে আবার তাহাকে এক জন শিক্ষকের অধীনে যাইতে হইল। শান্তিরামের বয়োপ্রাপ্তিতে তাহার জমিদারীর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণে মাষ্টার মহাশয়ের লোভ জন্মিল। তিনি আপন ভাবী প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য এখন হইতে নানা উপায় দেখিতে লাগিলেন। পড়িবার সময় শান্তিরাম কোন দিন তাকিয়া ঠেশ দিয়া, কোন দিন বা চেয়ারে পড়িয়া মাষ্টার মহাশয়ের মুখে সংবাদ পত্র শুনিতে শুনিতে নিদ্রা দিত, কোন দিন বা নিদ্রার অভাবে খোসগল্প শুনিয়া সময় কাটাইত। বাল্যকাল হইতে শান্তিরামের ঘোরতর নিদ্রার অভ্যাস থাকিলেও তাহা অবসন্ন হইয়াছে, বাল্যকালে অল্প হউক অধিক হউক শ্রম ছিল, অভ্যাসদোষে সামান্য শ্রমেই শ্রান্তি জুটিত, শ্রমের উত্তেজনার পরেই অবসাদ আসিত, ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইত। এখন শ্রমের উত্তেজনা নাই, কাজেই অবসাদেরও আবির্ভাব নাই, অগত্যা সময়ে সময়ে বহু উপাসনাতেও নিদ্রার অভাব হইত। এজন্যই জ্ঞানী লোকেরা বলেন নিদ্রা শ্রমের কিঙ্করী।

শান্তিরাম এখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনে ছিল কিন্তু

তাহার অভ্যাসদোষ নিবৃত্তি পায় নাই। মাতামহের একটী উদ্যানবাটিকা ছিল, তাহাতেই তাহার দিবারাত্রি অবস্থিতি হইত। সেখানে বয়স্যেরা আসিত, নাচ গাওনা চলিত, আমোদ আহ্লাদের তরঙ্গে বাগান বাড়ী ভাসিয়া উঠিত; কখন বা অসৎ, সৎ, সতী, অসতীর হাসিকান্নায়, হর্ষ বিষাদে হাসিত কাঁদিত।

পীরপুর ষ্টেটের উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্তির এক বৎসর পরেই চারুবালা দ্বিরাগমনে শ্বশুরালয়ে আইসেন। কিন্তু এ সময় মালিনীবেড় গ্রামে কেহ না থাকায় চারুবালা পীরপুরে আসিয়া স্বামীর নিকট অবস্থিতি করিতেন। চারুবালার পিতা নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না, তিনি তাঁহাদিগের একমাত্র সন্ততি, এজন্য তাঁহার প্রতি ভালবাসার মাত্রা উচিতাধিক ছিল। চারুবালার পিতা কন্যাকে ছয় মাস মাত্র পীরপুরে রাখিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। তিনি এখন নিতান্ত বালিকা নহেন। বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দশে পৌছিয়াছে, সুতরাং তাঁহার মনে অনেকটা পরিমাণে পতিপত্নীত্বের মর্ম্মজ্ঞান জন্মিয়াছিল, এজন্য এত শীঘ্র পিত্রালয় গমনে ইচ্ছা ছিল না। বিশেষ স্বামীর আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র এবার আসিয়া কিছুই তাঁহার জানিতে বাকী ছিল না,—ইচ্ছা ছিল কিছু দিন পীরপুরে থাকিয়া প্রজ্জলিত হুতাশনের ইন্ধন হরণ করেন, বেগবতী স্রোতস্বিনীর প্রবাহ হ্রাস করেন, প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের

গতি মন্থর করেন। চারুবালা বুঝিতেন না, তিনি বালিকা, তাই এরূপ দুরাশাকে পোষণ করিতেন। পিতা লইয়া যাইবেন, যাইতে ইচ্ছা না থাকিলে, মন যাইতে না চাহিলেও, তাহাতে তাঁহার দ্বিরুক্তি করিবার কথা ছিল না।

চারুবালা পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। তিনি নিতান্ত দ্বিরাগমনের বধূর ন্যায় আসিলেন, চলিয়া গেলেন, বারান্তরে আসিয়া যে শান্তিরামের মনে স্থান পাইবেন তাহারও কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিলেন না। যেহেতু দিবা রাত্রির মধ্যে কেবল মাত্র আহারের সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, হিংসা বশত চক্ষের সুখ রসনা প্রকাশ করিত না। চারুবালা পিত্রালয় হইতে আসিবার সময় যত আশা, যত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই মিটিল না, যেমন আসিলেন, তেমনি গেলেন, এ যাত্রা মনের আশা মনেই রহিয়া গেল, পূর্ণ করিবার কোন চেষ্টা হইল না, কোন সুবিধাও ঘটিল না। *

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আকাশ ধূমলবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন, সূর্য্য দেখা যায় না,—সূক্ষ্মতম হীরক চূর্ণের ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে, পৃথিবী, পাদপ, গুল্ম, লতিকা, তৃণ সকলই আর্দ্র, পথে কাদা,—বায়ু স্নিগ্ধ, মন্দ মন্দ বহিতেছে,—সেই বাতাসে শরীর শীতানুভব করিতেছে,—সমস্ত দিন অবিরাম মৃদুল ধারায় বৃষ্টিপাতের পর এখন একটু তচ্ছুম হইয়াছে,—শান্তিরাম উদ্যান বাটিকার বৈটক্ খানার মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে উপবিষ্ট;—উদ্যানের মধ্যে একটী রমণীয় পুষ্করণী,—তাহার চারি পাড়ে চারিটী শুভ্র সোপান শ্রেণী বৃষ্টিকর ধৌত হইয়া যেন শ্রেণীবদ্ধ রাশি রাশি রাজহংসের মত থরে থর সাজান রহিয়াছে,—তাহাদিগের গতিগঞ্জনা পল্লী-বালাগণ অলক্তরঞ্জিত সুকোমল পাদস্পর্শে তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া কলসীকক্ষে দলে দলে পুষ্করণীতে নামিতেছে। পুষ্করণীর চতুর্দ্দিকে অকাল পুষ্পবতী নবোঢ়ার ন্যায় কুসুমিত

নানাজাতীয় কলমের গাছ, কেহ রাগে রক্তিম মুখী, কেহ সোহাগে ঢল ঢল মূর্ত্তি, কেহ রূপের গর্ব্বে উন্নত শীর্ষা, কেহ লজ্জায় অবনত মুখী, কেহ বা সরলতার মাধুরী মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—কেহ কেহ বা দুই একটী সুকণ্ঠ বিহগ দম্পতিকে হস্তে বসাইয়া আদর করিয়া গান শুনিতেছে। শান্তিরামের দৃষ্টি সরলতাপূর্ণ মাধুর্য্যময়ী স্বভাব সুষমায় নাই,—তাহার দৃষ্টি অচলা হইয়া সেই সোপান শ্রেণীতে, লজ্জাত্যাগ করিয়া বলিতে হইল, আর সেই পলাশকুসুম লোহিত চরণগুলিতে,—ভগবান সকলকেই মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দিয়াছেন,—এমন পৃথিবী, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক ময় ব্রহ্মাণ্ড দিয়াছেন, লতাগুল্ম, বনস্পতি; এবং ওষধিময় অরণ্য দিয়াছেন, সুখস্পর্শ সমীরণ দিয়াছেন, নানারত্নময় ভূধর দিয়াছেন, মনুষ্য কণ্ঠে রমণীয় স্বরসংযোগ করিয়াছেন,—কুসুমে ঘ্রাণ, কন্দ ফল মূলে অম্ল মধুরাদি বিবিধ স্বাদ অর্পণ করিয়াছেন,—জীবের প্রতি কিছুতেই তাঁহার কৃপণতা নাই,—কিন্তু জীব আপন কর্ম্মফলে, অভ্যাস দোষে তাহাদের সম্যক ব্যবহারে বঞ্চিত।

পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী যামিনীতে হরি, শ্যাম, রাম নিদ্রা যাইতেছে,—গোপাল, বেণী বসন্ত নৌকারোহণে নির্ম্মল সলিলা, কলনাদিনী স্রোতস্বতিবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে বিদেশ যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গোপাল বিদেশের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বেণী ক্ষুধার

জ্বালায় অস্থির হইয়া খাবার খাইতেছে, আর বসন্ত নৌকার ছাদে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া মন ভরিয়া গাইতেছেন।

"গাওরে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
ইত্যাদি।"

সেই শব্দকে বহন করিয়া প্রতিধ্বনি তটশায়িনী স্রোতস্বতী বক্ষে বেড়াইতে বেড়াইতে গাইতেছে,—

"গাওরে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
ইত্যাদি।"

নৌকার দাঁড়ী মাঝীর কাণ আছে, তথাপি তাহারা সে গান শুনিল না, অন্য নৌকায় শিশু ছিল জাগিয়া উঠিল, উৎকণ্ঠ হইল,—যতক্ষণ সেই শব্দ তাহার কর্ণে রহিল ততক্ষণ স্থির থাকিল, গানও থামিল সেও কাঁদিল।

নৌকার দাঁড়ীর মন দাঁড়ে, আর নদীর জলে,—দেহে ঘর্ম্ম,—চন্দ্রিকা শীতলতা, সঙ্গীতে মনোহারিতা তখন তাহার নিকট নাই। আমাদের শান্তিরামের মন তাই এখন বৈকাল বিহারিণী পল্লীবালা চরণে, অন্যত্র নহে।

শান্তিরাম একটী পিওনো লইয়া বাজাইতেছিল,—আজি রজনীতে উদ্যানে এক নূতন নাট্যাভিনয়ের আকড়া হইবে, তাই বাদ্যযন্ত্রগুলি এক এক বার পরীক্ষা করিতে ছিল।

পিওনো বাজাইতে বাজাইতে শান্তিরামের হস্ত চলিল

না,—পিওনো থামিল,—বৈটকখানা ঘর নীরব হইল। শান্তি-রাম দেখিল পুষ্করণী'র জলে ভ্রমরে সাজান একটী পদ্ম ভাসি-তেছে। পুষ্করণী'তে পদ্ম ছিল না,—কোথায় হইতে আসিল? শান্তিরাম স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দেখিবার পর তাহার স্থির জ্ঞান জন্মিল পদ্ম নহে,—একটী কামিনী পুষ্করণী'র জলে সর্ব্বাঙ্গ নিমগ্ন করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতেছেন। একজন উড়ে বেহারা বৈটক খানায় ছিল শান্তিরাম তাহাকে বলিল "দিবাকর, দেখতো—স্ত্রীলোকটী কে?" দিবাকর শান্তিরামকে ভাল রকমে জানিত;—বলিল "মেয়েছেলের কথা মোকে বলবে না, মুই গালি খেতে নারবে।" শান্তিরাম চাবুক হস্তে দিবাকরের পশ্চাৎ ছুটিল,—দিবাকর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বাগানের বাহিরে পলাইয়া গেল। এমন সময় বৃষ্টি আসিল;—বৃষ্টির বড় বড় বিন্দু লোষ্ট্রবৎ বেগে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পুষ্করণীস্থিতা কামিনীর পুষ্করণী'তে থাকা অসম্ভব হইল। তিনি তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিলেন, বৃষ্টি সেখানেও আশ্রয় পীড়া দিল;—অগত্যা শান্তিরামের বৈটক খানার এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৈটক খানায় আসিবার পূর্ব্বে তিনি তথায় মনুষ্যের অ-স্তিত্বে সন্দিগ্ধ ছিলেন; এজন্য কিছু কুণ্ঠিত ভাবে আপন পরিধেয় বসন নিষ্পেশন করিয়া অঙ্গের আর্দ্রতা ঘুচাই-বার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেছিলেন। শান্তিরাম বৈটক খানার ভিতর হইতে কি দেখিল? সেই জলসিক্ত কামিনী

মূর্ত্তি যেন মধুখে গঠিত একটী পুত্তলি, কাচে আবৃত। রংটী যেন চন্দ্রমা চূর্ণ করিয়া অলক্তের সহিত মিশান,—তাহাতে সুধাংশুর জ্যোতি আছে, বর্ণ আছে, সেই বর্ণের সহিত অলক্তকের রক্তিম রাগ আছে,—সেই রক্তিম রাগ গণ্ডস্থলে, অধরে গাঢ়তর ;—ভ্রূ এবং চক্ষের তারকা যুগল ভ্রমর অপেক্ষাও কৃষ্ণ এবং উজ্জ্বল। অস্থির অস্তিত্ব শরীরের কোন অংশেই অনুভূত নহে। ক্ষুদ্র ললাটের উপর কেশ রাশি ঈষৎ কুঞ্চিত, যেন রাশি রাশি মত্ত মধুব্রত কামিনীর বদনারবিন্দে মকরন্দ পানে দিব্যযোনি পাইয়া তাঁহার শিরোদেশে আপনাদের কলেবর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কণ্ঠমূল হইতে বক্ষঃস্থলের মধ্য পর্য্যন্ত প্রান্তর মধ্যগত ক্ষুদ্র শৈলযুগলের ন্যায় ক্রমোন্নত। তাহাতে নবনীতের কোমলতা, শোভার সম্পূর্ণতা জাজ্বল্যমান।

শান্তিরাম এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতিমূর্ত্তি কখন দেখে নাই। সে দেখিয়াই অধীর হইয়া জিজ্ঞাসিল "আপনি কে ?" যুবতী অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। বারম্বার জিজ্ঞাসায় অবগুণ্ঠণের ভিতর হইতে উত্তর পাওয়া গেল,—"স্ত্রীলোক"।

শান্তি। বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না ?

যুব। তাহাতে আপত্তি আছে।

শান্তি। আমার ত নাই।

যুব। কি করিব মাপ করিবেন।

শান্তি। আপনি কি মনে করেন আপনি পরিচয় না

দিলেও আমি তাহা পাইব না?

যুব। আমার ত বিশ্বাস, আপনার পাইবার খুব কম সুবিধা।

শান্তি। আপনি জানেন আমি কে?

যুব। জানি,—আপনি একজন যুবা পুরুষ,—আকার প্রকারে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণও দেখিতেছি।

শান্তি। আমি এই পীরপুরের জমিদার, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দৌহিত্র। তাঁহার সমস্ত বিষয় আশয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

যুব। হইতে পারেন;—তাহাতে বিচিত্রতা কি?

শান্তি। তবে আমার চেষ্টায় কি না হইতে পারে!

যুব। সে অযথা কথা নয়,—তথাপি আমার যাহাতে প্রতিজ্ঞা আছে, স্বয়ং তাহা কেন ভঙ্গ করিব।

শান্তি। জানেন, আমা হইতে কি হইতে পারে?

যুব। কেমন করিয়া জানিব।

শান্তি। তবে জানাইব?

যুবতী নীরব।

শান্তি। নীরব রহিলেন যে?

যুব। কি উত্তর করিব?

শান্তি। পীরপুরের মধ্যে আমার ক্ষমতা প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া থাকিবেন,—জানিয়া শুনিয়াও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে আপনার অভিপ্রায় হইতেছে?

যুব। সে বল ক্ষুদ্রের উপর প্রকাশ করায় পৌরুষ নাই।

শান্তি। সংসারে ইহাই কর্ত্তব্য,—সূর্য্যকিরণে বালুকা কণা অগ্রে উত্তপ্ত হয়।

যুব। ঈশ্বর আছেন,—ভয় করি নাই মরুভূমে বৃষ্টি-পাত হইবে। তাঁহার অনুগ্রহ সর্ব্বত্র সমান, কোথাও ন্যূনাধিক্য নাই।

আকাশ একটু ফরসা হইল,—পূর্ব্বে মেঘগুলি চঞ্চল হইলেও গাঢ়তা প্রযুক্ত নিশ্চল বলিয়া বোধ হইতেছিল, এখন তাঁহাদের গতিবিধি অনুভূত হইতে থাকিল। বৃষ্টি একটু থামিল। শান্তিরাম অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধি করিবার জন্য চক্ষুলজ্জা ঘুচাইয়া পশুপথ অবলম্বনের তদ্‌বির করিতে বসিয়াছিল,—স্ফটিক পাত্রে এক্ষকুমারী সুরেশ্বরীকে আহ্বান করিয়া সেবা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল কামিনী নাই,—শান্তিরাম কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, আপনার নির্ব্বুদ্ধিতাকে, আপনাকে অনেক ভর্ৎসনা করিল, উড়ে বেহারা দিবাকরকে পাইলে তাহার যে সর্ব্বনাশ করিবে তাহারই জন্য থাকিয়া থাকিয়া শরীর ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, চক্ষে যেন অগ্নি বাহির হইতে থাকিল, দিবাকরকে উদ্দেশ করিয়া বৈঠকখানায় স্তম্ভে একটী চপেটাঘাত করিল, সেখানকার কতকটা জমাট খসিয়া পড়িল। প্রিয়বন্ধু হেমচন্দ্র বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া জুটিল; জিজ্ঞাসিল "কি হইয়াছে।"

শান্তি। মাথা—আর—মুণ্ডু হইয়াছে। দিবে বেটা কোথায় ?

হেম। দেখিলাম ছুটিয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছে কি হইল ?

শান্তি। সর্ব্বনাশ হইল,—মুখের খাবার পলাইল,—তেমন মিলে না, মিলিবে না!

হেম। কতক্ষণ ?

শান্তি। এই কিছুক্ষণ!

হেম। কোন্ দিক্ দিয়া গেল ?

শান্তি। চল——খুঁজি গিয়া।

শান্তিরাম হেমচন্দ্রকে লইয়া বাগানের ভিতর বাহিরে চারিদিকে খুজিল,—কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। হেমচন্দ্র বলিল "গা ঠাণ্ডা হইয়া গেল,—"

শান্তি। পেট ভরিয়া খাওয়াইলে যেখানে থাকুক খুজিয়া আনিতে পার ?

হেম। এখনই !

শান্তিরাম হেমচন্দ্রকে বৈঠকখানার ভিতর আনিয়া তাহার দেহের উষ্ণতা সম্পাদন করিল,—উষ্ণতার মাত্রা বাড়াইলে সে আপনার সাবধান লইতে অসমর্থ হইল। হেমচন্দ্র নাটক অভিনয়ের একজন অভিনেতা বলিল,

"স্থির হ'ন মিলাইব মনের মতনে
আপনার,—ধনবন্ত, ইয়ার রতন,

জলে স্থলে শূন্যে মাঠে গৃহস্থের ঘরে,
বাগানে বা বনে, রন্ধনশালায় কিম্বা,
পালঙ্কের নীচে, কে রোধে দাসেরে প্রভু,
পশিব তথায়, আঁনিব হৃদয়ধন
বলে কিম্বা চোরাইয়া, নন্দগোপ যথা
কংশারি কৃষ্ণেরে, সে দুর্গম কারাগার
হ'তে। বৃথা ধরি এ বিপুল ভুজ নাথ,
রায়বংশ অবতংশ, ইয়ারের পিতা,
ভাই বল, বন্ধু বল, সকলই তুমি,
বেকারসহায় দেখিবে বিক্রম বসি,
পশিব তথায় যেথা তব প্রাণধন,
ফাটাইব মাথা তার, রুষিবে যে জন।
পদাঘাতে ভাঙ্গিব কপাট, আনিব সে
নারীধনে, বসাইব বামে, তবে হেম
চন্দ্র মোর নাম,—রাখিব অক্ষয়কীর্ত্তি।

শান্তি। সাধু! সাধু!! সাধু!!! ধন্য তুমি হেমচন্দ্র.
ধন্য তব মাতা, রত্নগর্ভা তিনি সখে,
শুভক্ষণে ধরিলা গর্ভেতে তোমা হেন
পুত্র রত্ন, যাও ত্বরা করি প্রিয়বর,
পশ গিয়া অন্তঃপুরে প্রতি গৃহস্থের,
ভাঙ্গ দ্বার, কাট চাল, চূর্ণহ দেয়াল,
জ্বালাইয়া দেহ পীরপুর, লাগে টাকা

দিবে শান্তিরাম, কি ভয় তোমার জিষ্ণু,
হাজার অযুত কিম্বা লাখ যত লাগে।
যাও যাও ত্বরা করি উঠ বীরবর।

হেমচন্দ্র উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল, চেষ্টা করিয়াও উঠিতে সমর্থ হইল না। বারম্বার উঠিতে পড়িতে উত্তেজিত পাকস্থলী অস্থির হইল, হেমচন্দ্র বিছানায় পড়িয়া বমন করিতে লাগিল,—বমনবেগ একটু থামিলে পুনরপি আরম্ভ করিল,——

ও—হো—সকলি ললাটদোষ, কি বলিব
হায়, উঠিতে শকতি এবে হারাইনু।
প্রভো, বিধি বিড়ম্বন সকলি অদৃষ্টে
করে, অথবা বৃথায় গঞ্জি অদৃষ্টেরে,
আপনারি দোষ সব, নাহি দূষি মাতা
সুরেশ্বরী, শুধু পেট—প্রভু, খেয়েছিনু
পেটভরি পরের পাইয়া, মাপ দাসে।

তখন শান্তিরাম শয্যাগত,—অঘোর নিদ্রায় অভিভূত, সুতরাং হেমচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার বা তাহার উত্তর দিবার কেহ তথায় ছিল না। শান্তিরামের প্রিয়তম টেরিয়ার বাহিরে ছিল,—হেমচন্দ্রের বমনশব্দ পাইয়া অননুভূত পাদসঞ্চারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া হেমচন্দ্রের বদন লেহন করিতে লাগিল,—প্রথমে ধীরে ধীরে,—ভয়ে ভয়ে। হেমচন্দ্রের চেতনা ছিল না, কুকুরের জিহ্বা স্পর্শে সুখানুভূতি হইতে

ছিল। প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে টেরিয়ারনন্দন কিছু জোরে লেহন আরম্ভ করিল, তাহার ওষ্ঠাধর পার্শ্বগত দুই একটী দন্ত হেম চন্দ্রের গণ্ডে, বদনে প্রহৃত হইয়া এক একবার সুষুপ্তির ব্যাঘাত করিতেছিল। হেমচন্দ্র আপনার নারাজ জিহ্বাটীকে কষ্টে চালনা করিয়া বলিল,——

ঘুমঘোরে চক্ষু জড়সড় প্রাণাধিকে,
সুধাময়ী রসনাপরশে জুটিতেছে
স্বরগের ঘুম, দন্তাঘাতে বিড়ম্বনা
কেন ? ক্ষম প্রিয়ে ক্ষণেকের তরে মোরে।

সন্ধ্যা হইল,—থিয়েটারের আকড়ায় অভিনেতারা আসিয়া উপস্থিত হইল। সবন্ধু অধ্যক্ষ মহাশয়কে হৃতচেতন দেখিয়া সকলেই সহানুভূতি প্রকাশে এক এক করিয়া দুই তিনটী রাংতাকিরীটী স্ফটিক পাত্র শূন্য করিল। রাত্রি দশটার সময় শান্তিরামের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল। শান্তিরাম বন্ধু বান্ধবগণের অনুরোধে নূতন করিয়া বসিল, আবার নূতন বল, নূতন উৎসাহ শান্তিরামের শরীরে, মনে আবির্ভাব হইল। শান্তিরাম এবার আপনাকে বজায় রাখিয়া ইষ্ট সাধনের উপায় দেখিতে লাগিল।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
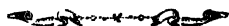
পর দিন প্রাতে শান্তিরাম জাগ্রত হইল,—সুভদ্রা গোয়ালিনী পাড়ায় আসে যায়,—শান্তিরামের বৈটকখানার কাছে আসিয়া কোন কোন দিন দাঁড়ায়,—ক্ষণেক কাল দাঁড়াইয়া ভাবে,—আবার চলিয়া যায়,—যেন তাহার মনে কিছু আছে বলিবার লোক পায় না, পাইলেও যেন তাহাকে বলিতে সাহসিনী নহে, -অগ্র পশ্চাৎ করে। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিন প্রাতে সুভদ্রা শান্তিরামকে বাগান বাড়ীর বাহিরে একাকী দেখিয়া বলিল "বাবু মশায় কি পাড়ায় বেড়াতে বেরোন না?"

শান্তি। কেন সুভদ্রা আজি এ কথা বলিলে?

সুভ। আহা! বাবু মশায়ের কথা গুলি যেন মধু মাখান। কত লোকে কতই বলে,—পোঁড়া লোকের কাণ নাই, চোখের মাথা খেয়ে বসেছে।

শান্তি। গোয়ালা বৌ, আজি যে শুধু শুধু বড় এমন

কথা বলিলে।

সুভ। আপনার বাগানে সকলকেই আস্‌তে যেতে দেখি, আমাদের বিধুর প্রতি,——

শান্তি। আর কাহাকে দেখ্‌লে ?

সুভ। কা'ল বৈকালে মুখুয্যেদের "সর্" নাকি বাগানে এসেছিল ?

শান্তি। কে বল্লে ? কই না!

সুভ। যারা দেখেছিল, তাদেরি মুখে শুন্‌তে পেলেম, সরস্বতী ঠাকরুণ এত পিট্‌ পিটে,—পরের ছোঁয়া খান্‌নি, আর,—

শান্তি। তোমাদের বিধু কি এখানেই আছে ?

সুভ। না, আ'জ ক দিন তা'কে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়েছি। এবার এলে খবর দিব।

শান্তি। তা দিও,—মুখুয্যেদের "সরকে" পার ?

সুভ। সে কথা তা'কে বল্‌বার যো আছে ? সে তেমন মেয়ে নয়,—

শান্তি। তবে যে বল্‌ছিলে আমাদের বাগানে এসেছিল।

সুভ। লোকের মুখে শুনে,—কিন্তু মশায়, কখন দেখি নাই ত,—তার চাল চলন ত মন্দ নয়।

শান্তি। তবে আর মিছা কেন ?

সুভ। চেষ্টার অসাদ্দি কাজ নাই, দেখ্‌লে বল্‌তে

পারি,—আপনি আমাদের বিধুকে দেখ নাই, তাই সরস্বতী ঠাকরুণকে দেখে ঘুরে পড়েছেন।

শান্তি। তবে বিধুকেই আনাও না।

সুভ। আচ্ছা মশায় শিগ্‌গির খবর দিব।

সুভদ্রা চলিয়া গেল। শান্তিরাম বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিল হেমচন্দ্রাদি অমাত্যগণ জাগ্রত হইয়া মুখ হাত ধুই-তেছে। শান্তিরাম হেমচন্দ্রকে গোপনে ডাকিয়া সরস্বতীর কথা সমস্তই বলিল। হেমচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিল বেশী দিন লাগিবে না,—সরস্বতীকে আনিয়া দিবে।

এই ঘটনার দুই দিন পরে সংবাদ আসিল শান্তিরামের পিতার লোকান্তর আশ্রয় লাভ হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ বাবুর এ সময়ে প্রায় ষষ্টী বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনিও মৃত্যুকালে প্রায় বার্ষিক চারি পাঁচ সহস্র মুদ্রা উপস্বত্বের সম্পত্তি রাখিয়া যান। পিতৃবিয়োগে শান্তিরামের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল,—আশার ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ হইল। শান্তিরাম—জাতীয় ধর্ম্মানুসারে দশদিনের জন্য বিনামা ব্যবহার পরিত্যাগ করিল, —গলদেশে পিতৃবিয়োগের নিশানা লইল।

শ্রাদ্ধের সংবাদ পাইয়া মাথাকামান, শিকা উড়ান, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দলে দলে পীরপুর জমিদার বাড়ীতে, পদার্পণ করিতে লাগিলেন, সকলেই আত্মনে পদটী বিলক্ষণ রূপে সিদ্ধ করিতে শিখিয়াছেন। সংসারে আসিয়াআত্মনে পদ কেই বা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে চেষ্টা না করেন।

তবে, চেষ্টা সকলের সফল হয় না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আসিয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের সংবাদ লইতেছেন, কি রূপ ক্রিয়া হইবে, কয়টী ষোড়শের আয়োজন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে দৈবজ্ঞ অগ্রদানীর যে যে গুলি প্রাপ্য সে গুলি অল্প মূল্যের করিয়া যাহাতে অপরাপর দানগুলি কিছু মূল্যবান হয় তাহার উপায় দেখিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি দীর্ঘাঙ্গ তিনি দানের ফর্দ্দে বড় পরিসর বস্ত্র লিখাইবার জন্য দেওয়ান জী মহাশয়ের নিকটে বসিতেছেন, যিনি খর্ব্ব তিনি অল্প পরিসর বস্ত্র ফর্দ্দে লিখাইবার তদ্বির দেখিতেছেন; যিনি পাদুকা দান পাইবেন তিনি যাহাতে তাঁহার আপন পায়ের মত পাদুকা আইসে তাহার জন্য দেওয়ান জী মহাশয়ের বাসায় পর্য্যন্ত গিয়া উমেদারী করিতেছেন। এই রকম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত মহাশয়দিগের সমাগমে শ্রাদ্ধ বাড়ী সর্ব্বদা জনতাময়, তাঁহাদের কেহ কেহ শান্তিরামের উলঙ্গ পা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ব্যবস্থা দিতে ছিলেন, এক এক জোড়া পাদুকা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অতিরিক্ত দান করিলে পাদুকা ব্যবহার করিবার পক্ষে আপত্তি নাই। যিনি খুব স্বার্থ শূন্য তিনি বা নেকড়ার জুতা ব্যবস্থা করিতে ছিলেন। কেহ বা "শুষ্ক চর্ম্মঞ্চ কাষ্ঠবৎ" ব্যবহারে পাপই কি ইত্যাদি কথায় কর্ম্মকর্ত্তার মনস্তুষ্টি জন্মাইতে ছিলেন। এ ছাড়া ময়রা, নাপিত, কামার, কুমার সকলেরই জমিদার-ভিটায় পদার্পণ করিবাব আবশ্যকতা হইয়াছিল।

শান্তিরামের ঘৃতান্ন ভোজন সহ্য হইত না। কয়েক দিবসে তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার 'বসন্তের কোকিলেরা' আপনাদিগের কুহুরবে সর্ব্বদাই বলিত "এমন করিয়া কদিন কাটাইবেন,—রাত্রিতে বাগানে আহার না করিলে দেহ থাকিবে না।" আহার সম্বন্ধে শান্তিরামের বড় একটা বাছ বিচার ছিল না। সুবোধ বালক হইয়া যাহার তাহার হাতে ভক্ষণ করা ছিল, পক্ষ মাংস, মৃগমাংস, কিছুতেই আপত্তি ছিল না। কিন্তু শান্তিরাম বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে, বাল্যাবধি বঙ্গীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, বাঙ্গালীর ধর্ম্মভয় তাঁহার হৃদয়ে প্রাবৃট কালীন মেঘাবৃত অংশুমালীর ন্যায় ঢাকা পড়িয়াও পড়িয়াছিল না। বিশেষ অল্পদিন হইল পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; আত্মীয় স্বজন বিয়োগে স্বভাবতঃ মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, একবারের জন্যও যে সংসারের ভঙ্গুরতা, ইহ জীবনের অসারতা মনের ভিতর দেখা দেয়, তাহার সময় এখনও অতীত হয় নাই। এ জন্য শান্তিরাম মুখে বলিলেও কাজে ততটা করিতে একবারে সাহস করিতেন না। মনটা যেন কেমন ছম্ ছম্ করিত, ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, পিতৃহীন,—এ অবস্থায় কেমন করিয়া জাতি বিজাতীয়ের সহিত একত্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেন এই চিন্তায় মনটা অগ্র পশ্চাৎ করিতে লাগিল। শান্তিরামের শিক্ষার দৌড় বড় অধিক দূর নয়, সে জন্য আপন মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্যের একটা

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। যাহার অর্থ আছে সেই ভাল মন্দ, খাদ্য অখাদ্য খাইতেছে, অর্থ থাকিতে সখের খাওয়া না খাইলে অন্যের কাছে ঠেকিতে হইবে, সেই জন্যই খাওয়া, এদিকে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতামহী, মাতা প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা পাষাণ, মৃত্তিকার অঙ্গে সচন্দন কুসুম রাশি অর্পণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মসমাজের বিচক্ষণে উহাতে কিছু নাই বলিলেও বাল্য সংস্কার যাইবার নহে, তর্কের মুখে সেই পূর্ব্বপুরুষপূজিত পাষাণাঙ্গে পাদস্পর্শ করিয়া হয় ত ভাবনায় তাঁহার বিষমজ্বর জুটিয়া যায়। এরূপস্থলে বাগানে খাইবার কথায় শান্তিরামের বড় মত হইল না, কিন্তু বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ পরিত্যাগ করিবারও নহে। অনেক তর্কের পর শান্তিরাম পরাভূত হইলেন, পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াও পিতৃহীনাবস্থায় সুরাপান নিষেধক কোন 'সংস্কৃত' প্রমাণ পাইলেন না। তখন অগত্যা বন্ধুগণের অনুরোধে তাঁহাকে একটু সুরাপান করিতে হইল, কিন্তু কোন প্রকার অন্ন ভোজন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রিয় বয়স্য হেমচন্দ্র বাবুর্চি ফতে আলির প্রস্তুত কুক্কুট মাংস আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "কুক্কুট মাংস যে অন্ন নহে, সে কথা কে না জানে; আহারের কোন আপত্তি নাই,—"ঋষিরা যে বন্য কুক্কুট ভোজন করিতেন হেমচন্দ্র সে বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন দেখাইলেন। এই বিড়াল বনে গেলেই বন বিড়াল, এই

চিরাগত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গ্রাম্য ও বন্য কুক্কুটের প্রভেদ জ্ঞান ঘুচাইলেন। শান্তিরামের মুখে কথাটী নাই, তখন তাঁহার মন কতকটা বুঝিল, কিন্তু এখন সন্দেহ হইল যবনের পাক করা দ্রব্য গ্রাহ্য কি না। এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র আর এক মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। তাহাতেই শান্তিরামের দিব্যজ্ঞান হইল। শরতের আকাশের মত মন একবারে সাফ সুধরা হইয়া গেল।

কালীকৃষ্ণ বাবু বড় প্রভু ভক্ত ছিলেন, প্রভুর অনুগ্রহেই তিনি বিনা বেতনের তাইদ নবিশী হইতে তিন শত টাকা বেতনের ডেপুটী কালেক্টরী পাইয়া দশ টাকার সঙ্গতি করিয়া জীবন কালটা সুখে কাটাইয়া ছিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধে সেই পরমারাধ্য প্রভু জাতীয়ের সেবা না হইলে বোধ হয় তাঁহার পরলোকবাসী প্রেতাত্মার তৃপ্তি হইত না। শান্তিরাম ও তাঁহার উপযুক্ত বংশধর, সুব্যবস্থাই হইয়া ছিল,—শ্রাদ্ধোপলক্ষে জেলার সদরষ্টেশনের সাহেব গুলিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জেলার বড় সাহেবের সহধর্ম্মিণীর আত্মাপুরুষের বড় উত্তম Good Spirits না থাকায় সেদিন শ্রাদ্ধ Post pone পোষ্টপোন রাখিতে লেখেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা হইবার নহে, এ জন্য শান্তিরাম বড়ই বিষাদগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার সুখস্বাস্থ্য সকলই গেল। মনে বড় আশা ছিল শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাহেবের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইবেন কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় তাহা ঘটিবার

পক্ষে অন্তরায় জুটিল। বৈকালে সংবাদ আসিল সাহেব আসিবার স্থির করিয়াছেন, তবে তাঁহার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে কয়েকজন অতিরিক্ত বেহারা পাঠাইবেন যেহেতু তিনি সশক্তি আবির্ভূত হইবেন। মেম সাহেবের পল্লীবাস ইচ্ছা হইয়াছিল। শুনা গেল আরও কয়েকটী শুভ্রশক্তি কালীকৃষ্ণ বাবুর শ্রাদ্ধক্রিয়া পবিত্র করিবার জন্য আসিবেন। শান্তিরামের অনেক দিন হইল সখ ছিল যে বৈঠকখানায় একটী বিলিয়ার্ড টেবিল আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে সানুচর আপনার বিলাস বাসনার তৃপ্তিলাভ; অধিকন্তু সাহেবশুভ ভদ্রলোক আসিলে তাঁহাদিগের প্রচুর সম্মান রক্ষা হইবে। কলিকাতা হইতে বিলিয়ার্ড টেবল ইতিপূর্ব্বেই পীরপুর পৌছিয়া ছিল। সাহেবদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠা হইবার জন্য এ পর্য্যন্ত তাহার আবরণ উন্মোচিত হয় নাই, এই সকল নানা কার্য্যে শান্তিরাম বিব্রত; দেওয়ান, পেস্কার, মুন্সী, চাকর বাকরেরা শ্রাদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিব্রত। শান্তিরামের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, জেলার সাহেবেরা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন আসিয়া বাগান বাড়ীতে পৌছিলেন। তিনি কৃতকৃতার্থ, তাঁহাদের পরিচর্য্যায় সদা কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত। শ্রাদ্ধের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক ব্যয় সাহেব সেবায় ফুরাইয়া গেল। শুভ্রকান্তি স্ত্রী পুরুষেরা পল্লীগ্রামে বসিয়া রাজধানীর বিলাস ভোগ পাইয়া সহস্রমুখে শান্তিরামের প্রশংসা করিতে লাগি-

লেন। শান্তিরাম তাহাতেই আপন পিতার স্বর্গলাভ জ্ঞান করিলেন। এদিকে কর্ম্মচারীদিগের আত্মসাৎব্যাপারে অতিথি কাঙ্গালীদিগের কেহ কাঁদিয়া, কেহ হাসিয়া, বিদায় লইল। স্মৃতিরত্ন, তর্কভূষণ, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা আটটার জায়গায় দুইটা পাইয়া মনে মনে শান্তিরামের পিতৃপুরুষ দিগের আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত তর্পণ করিতে লাগিলেন। অনেকে ইচ্ছা করিলেন বাবুর নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া আপনা দিগের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করেন, কিন্তু বাবু তখন বাগান ছিলেন। তাঁহাদিগের কেহ কেহ নিতান্ত সেকেলে ধরণের, সাবেক সংস্কারমত ধারণা ছিল অখাদ্য মাংস, অপেয় শোণিতে তাঁহাদিগের আর্য্য কলেবর রচিত, সেই সাহসে বাগান বাড়ী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বিলক্ষণ পুরস্কার পাইলেন। জমাদারকে দিয়া খবর পাঠাইলেন। উত্তর আসিল "অবকাশ নাই, দেখা হইবে না।" জেদ বরজেদ করায় বাবু হুকুম দিলেন যে "বাগান বাড়ীর বাহিরে যে হল্লা করিবে, তাহাকে বিশ বিশ বেত দিবার ব্যবস্থা করা হয়।" হেমচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া সেই হুকুম ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের গোচর করিয়া বলিলেন "মহাশয়গণ, প্রস্থান করুন এ শ্রাদ্ধের এই দক্ষিণা, এখনও সম্ভ্রমের সহিত আপন পন্থা দেখুন।" ভট্টাচার্য্যগণ অগত্যা প্রস্থান করিলেন। ভট্টাচার্য্য, ও কাঙ্গালীদিগের এই দুর্দ্দশা তথাপি খরচের খাতায় তাঁহাদিগের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা স্থান পাইল। শ্রাদ্ধের

পরে শান্তিরামের কাণে এ কথার কতকটা উঠিয়াছিল, জিজ্ঞাসায় তিনি তাহার এই উত্তর পাইলেন যে বৃহৎ কার্য্যে প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে। জন্য যে তাঁহার অখ্যাতি হইয়াছে, এমন কিছু কথা নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।
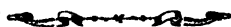
শ্রাদ্ধের পরদিন বৈকালে যখন স্ত্রীলোক ভোজন হয় তখন শান্তিরাম একবার তত্ত্বাবধায়নের জন্য বাটীর ভিতর যান। সুভদ্রা গোয়ালিনী আপন কন্যাকে লইয়া বাবুদিগের বাড়ীতে আহার করিতে আসিয়াছিল শান্তি বাবুকে দেখিয়া একটু আত্মগৌরবে যেন গর্ব্বিনী হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিল। শান্তিরাম এদিক ওদিক করিয়া গোয়ালিনীর নিকটস্থ হইলেন, দেখিলেন—বামে তাহার কন্যা বিধু।

শান্তিরাম একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন সুভদ্রা "এইটী তোমার কন্যা নাকি ?"

সুভ। হাঁ—বাবু।

শান্তি। বেশ,—সধবা দেখ্‌চি নয়, কোথায় বিবাহ দিয়াছ ?

সুভ। কল্যাণপুরে।

শান্তি। জামাইটী কি করে ?

সুভ। গোয়ালার ঘরের ছেলে চাস বাস করে, দৈ দুধের কাজ ও আছে, আর নেকা পড়া জানে, আলমডাঙ্গার জমিদার বাবুদের গমস্তাগিরি করে।

শান্তি। তারা বেশ গোছাল দেখছি ত, গহনা গুলি এক-রকম দিয়েছে।

সুভ। আনে নেয় খায়।

শান্তি। তোমার মেয়েকে যেমন দেখ্‌তে তেমনি এক গা গহনা হ'তো!

সুভ। কোথা পাবো মশায়?

শান্তি। ভাবনা কিসের? তোমার যে মেয়ে, কত লোক গহনা দিবে।

ঠাকরুণ দিদি সম্বন্ধীয়া একটী বৃদ্ধা নিকটে ছিল বলিল "বিধু বাবুকে বল্‌না, বাবুর একবার নজর হ'লে তোর আর ভাবনা কিসের?" বিধু কথা কহিল না, হেঁট হইয়া রহিল। অনেক বলাবলির পরে. বলিল "আমার যা আছে তাই ঢের।"

এ কথায় শান্তিরামের মনে একটু বেদনা লাগিল। ক্রোধের অগ্নি বাতাস পাইয়া দিপ্‌ দিপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তিনি দুঃখ, রাগ, ঘৃণার আবেগে বহুজনের সাক্ষাতে কেবল মাত্র "হাঁ?" এই টুকু মাত্র বলিয়া আর কিছু বলিলেন না,—অন্দরের উপরে উঠিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন আপন ঘরে স্ত্রীলোকের হাট বসিয়াছে,—

পাড়ার রাশি রাশি স্ত্রীলোক আহার করিতে আসিয়াছিলেন আহারের পর সকলেই চারুবালার কাছে বসিয়া বিশ্রামের সহিত নানা কথা কহিতেছিলেন। কেহ তাঁহার গলার চিকটী, মাথার ফুলটী, কাণের চৌদানীটীতে হাত দিয়া এটী ভাল, সেটী মন্দ বলিয়া নানা প্রকার সমালোচনা করিতেছিলেন, শান্তিরামের আগমনে সকলে অন্তর্দ্ধান হইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। আমরা নিশ্চয় জানি সে দিন পীরপুরের কোন গৃহস্থ কন্যা শান্তিরামের বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন নাই। ছোট, বড়, বালিকা, যুবতী সকলেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শান্তিরামের হৃদয়ে আঁকা মুখ এক খানি তাহার নয়ন স্পর্শ করিল। মেঘের কোলে তড়িতের ন্যায় নিমেষ মধ্যে মুখখানি অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়িল।

শান্তিরামের সহধর্ম্মিণী চারুবালা নিতান্ত সরলা, জন্মের মধ্যে স্বামী সম্ভাষণ লাভে সমর্থা না হইলেও তাঁহাকে যে দেখিত সেই ভাল বাসিত, যাহার সহিত একবার দেখা হইত, যে তাঁহার সহিত একবার কথা কহিত, সে তাঁহার মিষ্ট কথা, মধুর আলাপন ভুলিতে পারিত না। স্ত্রীলোক পরম্পরায় চারুবালার স্বভাবের বড় সুখ্যাতি ছিল। বৃদ্ধার ত কথাই নাই তাঁহার সমবয়স্কা যুবতীরাও বলিতেন তিনি বড় ধীর ; চারুবালার স্বভাবে এমনই এক মধুর গুণ ছিল কেহ তাঁহাকে হিংসা করিত না, বরং যে দেখিত সেই তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া পক্ষপাতিনী হইত। চারুবালা লেখা

পড়া জানিতেন, দেখিতে সুন্দরী ছিলেন, সংসারে তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও এক দিনের জন্য স্বামী মন খুলিয়া কথা কহেন নাই। কে জানে কেন তিনি চারুবালাকে ভাল বাসিতেন না। শান্তিরাম রাজা না হইলেও রাজার তুল্য ধনবান। সংসারে কোন অভাব না থাকিলেও চারুবালার অদৃষ্ট কিছু অভাব রাখিয়াছিল। সংসারে সকলের অদৃষ্টই এইরূপে এক একটু রাখিয়া থাকে। তাহার জন্য চারুবালার নিজের দোষ নাই, দোষ তাঁহার অদৃষ্টের। এরূপ হইলেও কিন্তু শান্তিরাম আজি তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "চারু, কি করিতেছিলে।"

চারুবালা যেন সংসারের এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন,—মলয়মারুতবাহিত কোকিল কূজনও যেন কখন তাঁহাকে এত মধুর বোধ হয় নাই, শরীর পুলকিত করে নাই; সংসারের কোন সুখেই তাঁহাকে এতদূর বিহ্বল করিতে পারে নাই। চারুবালা আহ্লাদে হাসিয়া, সোহাগে গলিয়া, উত্তর করিলেন "পাড়ার মেয়েরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদি'গে নিয়া কথা কহিতে ছিলাম।"

শান্তি। কে কে আসিয়া ছিলেন?

চারু। আমিত সকলকে চিনি না। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আপনা হ'তে আপনাকে চিনাইলেন, তাঁহাকেই কেবল চিনিলাম।

শান্তি। তিনি কে?

চারু। তিনি আপনার পরিচিত।

শান্তি। আমার পরিচিত?

চারু। হ্যাঁ—আপনার পরিচিত। যখন আপনি বাবার সঙ্গে থাকিতেন। তিনি সেরেস্তাদারী করিতেন। ছেলে বেলার কথা, তখন ইনি আপনার কাছে থাকিতেন, আপনার খাবার খাইতেন, আপনার সঙ্গে খেলিতেন।

শান্তি। সধবা না বিধবা?

চারু। বিধবা।

শান্তিরামের সুষুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইল,—সময় স্রোতে ভাসিয়া আসা অনেক সামগ্রী যে চিত্রকে হৃদয়সলিলে নিমগ্ন রাখিয়াছিল আজি তাহা ভাসিয়া উঠিল, আবর্জ্জনা রাশি সরিয়া গেল,—মূর্ত্তিখানি দেখা গেল; হাসিভরা মুখ, হাসিভরা চোখ, লাবণ্যময় দেহ, মধুমাখা কথা;—কাদম্বিনী!

শান্তি। কি বলিলেন?

চারু। সকলই।

শান্তি। সকল কি কি?

চারু। দিবা রাত্রি এক সঙ্গে থাকা, এক সঙ্গে খেলান, এক সঙ্গে, এক পাতে বসিয়া খাওয়া;—

শান্তি। তার পর?

চারু। মারামারি;—

শান্তি। তার পর—তার পর?

চারু। বক্ষে দন্তাঘাত।

শান্তি। তার পর ?

চারু। এখনও বক্ষে চিহ্ন আছে সে চিহ্ন দেখিলাম।

শান্তি। তার পর ?

চারু। বলিলেন—"তাঁহার আর মনে নাই।"

শান্তি। আর কিছু ?

চারু। আর চক্ষের জল।

শান্তি। এখন তাঁর কে আছে ?

চারু। নাবালক ভাই দুইটী।

শান্তি। পিতা ?

চারু। না—তিনি মারা গেছেন।

শান্তিরামের প্রয়োজন সিদ্ধি হইল, চারুবালার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া বাগানে যাত্রা করিলেন। সে দিন সাহেবেরা সদর ষ্টেশনে পুনর্যাত্রা করিবেন, তাহার আয়োজনে শান্তিরামের অনেক সময় গিয়াছিল। তাঁহারা খুসী হইয়া যাত্রাকালে শান্তিরামের উপর রাশি রাশি ধন্যবাদ (Thanks) বিতরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। শান্তিরামের পূর্ব্ব পুরুষ উদ্ধার হইলেন। সাহেবরা চলিয়া গেলে আমাদিগের নাবালক জমিদারের সভায় বড় সাহেবের মেজাজ, হাব ভাব, হাত পা নাড়া, অঙ্গভঙ্গী, এক একটী করিয়া সকলের সমালোচনা হইতে লাগিল। সকলের মতে অবধারিত হইল সাহেবরা, বিশেষ বড় সাহেব, যার পর নাই

খুসী হইয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ বা বলিলেন "খুসী না হইলে যাইবার সময় হাতে ধরিয়া যাইবার কোন কারণ নাই।" সাহেবদিগের বিদায়ের সময় শান্তিরামের প্রকৃতিপুঞ্জ সাহেব দেখিতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট বাবুর সম্ভ্রম দেখিয়া অবাক হইল, জেলার বড় সাহেব বাবুর হাতে ধরিয়া গেলেন,—বাবুর বড় মান, বড় সম্ভ্রম।

সাহেবরা বিদায় লইলেন,—শান্তিরামের শান্তি ঘুচিল; চক্ষু লজ্জার ভয়ে শান্তিরাম কয়েকদিন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। এখন সে ভাব দূর হইল;—হেম বাবু পূর্ব্বের ন্যায় বাগান বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য সভ্যগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। শান্তিরামের রুটীন মত কার্য্য চলিতে লাগিল। সভায় সাড়া পড়িয়া গেল মুখুয্যে বাটীর কাদম্বিনীকে আনিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে শান্তিরামের সম্পূর্ণ মত হইল না। তাঁহার অন্যরূপ ইচ্ছা ছিল, পাড়ার হরি ময়রাণীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন কাদম্বিনী রাত্রিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। হরি ময়রাণী গিয়া কাদম্বিনীকে সে কথা বলিল কিন্তু কাদম্বিনী কয়েক দিন শান্তিরামের বাগানের পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। হরি ময়রাণী বলিয়া বলিয়া হারি মানিল, কাদম্বিনী শান্তিরামকে সাক্ষাৎ দিলেন না; পরিশেষে তিনি একদিন বলিয়া পাঠাইলেন, "অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি বড়ই কুণ্ঠিত।" শান্তি-

রাম ব্যাকুল হইলেন। অভাবে আগ্রহ বৃদ্ধি মানব মনের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস,—সংসারে যাহার যাহাতে অভাব তাহারই জন্য আগ্রহ অধিক,—অভাব মিটিলে আগ্রহ থাকে না; কিন্তু যত দিন অভাব মিটিতে বিলম্ব হয়, আগ্রহ তত দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শান্তিরামের আহার নিদ্রা গেল, কোন উপায়ে কাদম্বিনীর সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার জীবনের মহদুদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় দিন কাদম্বিনী বলিয়া পাঠাইলেন "তিনি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, বৃথা কেন আর,—ভাঙ্গা জিনিষ কখন জোড়া লাগে না ইত্যাদি।" তিন চারিবারের পর একদিন বৈকালে হরি ময়রাণী আসিয়া শান্তিরামকে চুপে চুপে কি বলিয়া গেল। কিন্তু সে দিন জেলার বড় সাহেবের আহ্বান ছিল, শান্তিরামকে দাতব্য চিকিৎসালয়সমিতিতে উপস্থিত হইতে হইবে, এ জন্য সদর ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। কমিটীতে বড় সাহেব সভ্যগণের সমক্ষে শান্তিরামের অনেক গুণ বর্ণনা করিলেন। শান্তিরাম দাতব্য চিকিৎসালয়ে সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষর করিলেন, ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে তাঁহার নাম উঠিল, তিনি একজন মহাদাতা বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষিত হইলেন। প্রতিদিন ডাকে রাশি রাশি পত্র আসিতে লাগিল। পল্লীগ্রামের স্কুলসম্পাদক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থকার, সাধারণ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ, হিতকরী সভার সভ্যগণের প্রার্থনাপত্র রাশি রাশি আসিতে থাকিল। তাঁহাদিগের অনে-

কেই তিনি বঞ্চিত না করিয়া কিঞ্চিৎ দিয়াও প্রার্থনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেশীয় জমিদারদিগের উপাধি রোগ সংক্রামক হইয়া উঠে,—আজি দীনেন্দ্র নারায়ণ রাজা হইলেন,কালি কামিনীমোহন রায় বাহাদুরী পাইলেন, পরশ্ব রহিমউল্লা খাঁ বাহাদুর হইলেন দেখিয়া প্রতিবাসী জমিদারগণও বাহাদুরী লাভের জন্য মুষ্টি উদঘাটন করিলেন। এই সুবিধায় বঙ্গের নানা স্থানের নানান্ লোক দশটাকা সংস্থান করিয়া লইল। কেহ পাঠশালার গুরুকে পণ্ডিত উপাধি দিয়া পাঠশালার নাম স্কুলে লিখাইয়া ডাকমাসুলের কয়েক আনাকে মূলধন করিয়া দুই এক শত সংস্থান করিয়া লইলেন, কেহ সাধারণ পুস্তকালয়ের দোহাই দিয়া দাঁড়াইলেন, চিরদুঃখী স্কুলের পণ্ডিত,বেকার উপায়বিহীন স্কুলের ছেলেরা সাদাকাগজে ছাপার অক্ষর তুলিয়া গ্রন্থকাররূপে ভিক্ষার্থী হইলেন, কেহ বা বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া জঠরজ্বালায় দেশ হিতৈষী,—হংসপুচ্ছ হস্তে করিয়া দাতার অট্টালিকা তোরণে দণ্ডায়মান। সকলের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জমিদার বিব্রত হইলেও কিছু বলিবার উপায় নাই! "যেন তেন প্রকারেণ" সংবাদপত্রে দানের সংখ্যা অধিক দেখাইতে হইবে। এইরূপ প্রতিযোগীতায় কিছু দিন সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য নূতন স্থান করিতে হইয়াছিল। শান্তিরামের নিকট, এরূপ প্রার্থীর অপ্রতুল ছিল না। তাঁহাকে এজন্য বিশেষ মুক্ত হস্ততা দেখাইতে হইয়াছিল।

শান্তিরাম জেলার সদর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনীর পিত্রালয়ে গমন করিলেন। কাদম্বিনী সংবাদ জানিতে পারিয়া আপন গৃহে অবগুণ্ঠনবতী বসিয়া থাকিলেন। শান্তিরাম তথায় উপস্থিত হইলে সঘন বায়ুবহনের সহিত তাঁহার নেত্রাসার বর্ষিত হইতে লাগিল, কাদম্বিনী ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না; বিপদ ঝটিকায় শোকের তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় তিনি উঠিতে প-ড়িতে কাঁপিতে লাগিলেন। শান্তিরাম প্রমাদ গণনা করিলেন। কিয়ৎকাল কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাহার পর কাদম্বিনীর ময়নপল্লবে আপনার কুসুমকোমল অঙ্গুলি গুলি অর্পণ করিয়া বলিলেন "কাঁদিলে কি হইবে, অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়া গিয়াছে,—ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বাধা দিবার কাহার সাধ্য নাই। আমি এতদিন এখানে আছি ঘুণাক্ষরেও ত আমাকে জানাও না।" শান্তিরামের করস্পর্শে কাদম্বিনীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাঁহার শোকের সাগরে একটু ভাটা পড়িল, ভগ্নকণ্ঠে সোহাগস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি ভাল আছ ত?"

শান্তি। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল ছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি সে কথা বলিবার যোগ্য নই।

কাদ। পোড়া ভাগ্যে যে এ সুখ টুকু ছিল তা মনেও করিতাম না। তোমার যে মনে পড়েছে এই আমার পুণ্য বল।

শান্তি। কাদু তুমি কি ভুলিবার সামগ্রী।

কাদ। ভুলে ত বসিয়াছিলে, তোমার এমন কি করিয়াছি বল, যে চিরদিন মনে থাকৃবে। সে জন্য তোমাকে দোষ দিই নাই,—দোষ আমার অদৃষ্টের, যে এতদিন তোমার দেখা পাই নাই।

শান্তি। এখন সে সকল কথা ভুলে যাও কাদু, আজি হইতে প্রাণের সহিত তোমার সম্বন্ধ।

কাদ। তা কি বলা যায় শান্তি, আবার এমন সময় হয় ত আসিতে পারে আমার দর্শন বিষমাখান মনে হবে।

শান্তি। ঈশ্বর না করুন।

কাদ। হাজার কর, কিন্তু সে দিন আর ফিরে আস্‌বে না! সে সুখ আর মিলিবে না।

শান্তি। কেন পাইবে না? সেই তুমি, সেই আমি, সেই সব; তবে সে সুখ কোথায় যাইবে?

কাদ। কিন্তু সেই ছেলে বেলা, সেই খেলা, সেই ঝগড়া ত আর ফিরিয়া পাইব না।

শান্তি। তোমার আমার মন সমান থাকিলেই আবার সমস্ত বজায় হবে।

কাদ। শান্তি, আমি আজি অনাথিনী, পথের ভিখারিণী, তুমি ঈশ্বরেচ্ছায় রাজা। তোমার অনুগ্রহ আমার আকাশ-কুসুম।

বাস্তবিকই এই সময়ে শান্তিরামের রাজা উপাধি পাই. বার প্রস্তাব হয়, এ জন্য তিনি হর্ষোৎফুল্ল মনে বলিলেন "সে কথা মিথ্যা নয়। গবর্ণমেণ্ট সত্বরেই আমাকে রাজা করিবেন।"

কাদ। গবর্ণমেণ্ট কেনই না করিবেন, রাজা হইবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার কিছুরই তোমার অভাব নাই।

শান্তি। তা হ'লে তুমি রাজরাণী হইবে।

কাদ। এমন কি অদৃষ্ট করেছি। সে আশা অনেক দিন মিটিয়া গিয়াছে। সত্যবটে একদিন এমন আশা মনে পুষিতাম।

এই কথার পরে তাঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল। শান্তিরাম কাদম্বিনীর চক্ষের ও বক্ষবিনিক্ষিপ্ত অশ্রু ধারার মোচন করিয়া বলিলেন "কাদু তোমার সকল অভাব দূর করিব, সকল কষ্ট ঘুচাইব। আর কাঁদিও না। এতদিন জানিতে পারিলে তোমার সকল আশা মিটাইতাম।"

কাদ। আমার অদৃষ্টে কষ্ট ছিল, তুমি কি করিবে। সেদিন বাগান বাড়ীতে দেখিয়াও ত আমাকে চিনিতে পারিলে না।

শান্তি। সেজন্য আমাকে মাপ কর। তোমার বাল্য কালের শ্রীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার পরে অনুসন্ধানে তোমার অন্য নামের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সুতরাং পূর্ব্ব স্মৃতি সুষুপ্তই ছিল।

কাদ। আমার নামে শ্বশ্রূর নাম ছিল বলিয়া আমাকে সরস্বতী বলিয়া সকলে ডাকে।

শান্তিরাম অধিক রাত্রিতে কাদম্বিনীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তাহার পরে যাহা যাহা হইল পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
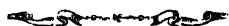
এই ঊণবিংশ শতাব্দীর উপাধির বাজারে শান্তিরাম অতি উচ্চমূল্যে 'রায় বাহাদুরী' ক্রয় করিলেন। এতদুপলক্ষে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। এই মহাব্যয়ের প্রত্যেক অঙ্গ (item) না জানিলেও আমরা বেশ বলিতে পারি যে তাঁহাকে উপাধিদায়ে (!) বিংশতি সহস্র মুদ্রা ঋণ করিতে হইয়াছিল। রায় বাহাদুরী দিবার জন্য জেলা হইতে অনেক সাহেব শুভা, হিন্দু, মুসলমান নানা শ্রেণীর লোক আসিয়াছিলেন। দুই তিন দিন নৃত্য গীত বাদ্যে পীরপুর ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিল, শান্তিরামের রায় বাহাদুরী সাব্যস্ত হইল। শান্তিরাম কোর্ট অফ ওয়ার্ডের হস্ত হইতে জমিদারী গ্রহণ করিবার পর একদিনের জন্য আপনার বিষয় কার্য্য চক্ষু চাহিয়া দেখেন নাই। নূতন নূতন দিন কয়েক দস্তখৎ করিবার সখ মিটাইবার জন্য এক একবার কাছারীতে গিয়া বসিতেন, পশ্চাৎ দস্তখতের সখ মিটিয়া

আসিলে কাছারীর প্রতি বিমুখ হইলেন। দেওয়ানজী মহাশয় সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া বাবুর মাসিক খরচ যোগাইতে থাকিলেন। শান্তিরাম কুললক্ষ্মীর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না, এই সময়ে পীরপুর ছাড়িয়া তিনি প্রিয় বয়স্য হেমচন্দ্রের সহিত কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

মহানগরী কলিকাতার কাণ্ড কারখানা অতি অদ্ভুত, এখানে থাকিয়া কত রাজা রাজড়া, রায় বাহাদুর সর্ব্বস্ব হারাইয়া ঝুলিকাস্থা সার করিতেছেন, আবার কত দীন দুঃখী অতিথি ফকির রাজা মহারাজা, পীর পেগম্বরী পাইতেছেন; কলিকাতা হাসি কাঁন্নার জায়গা। এখানে কখন দরিদ্র হাসে ধনী কাঁদে, আবার দরিদ্র কাঁদে ধনী হাসে। কলিকাতায় আসিয়া শান্তিরামের কাজের মধ্যে থিয়েটার দেখা, বেকার উপায়হীন দুষ্প্রবৃত্তিশালী মসাহেব পরিবেষ্টিত হইয়া বিলাসভোগ, অর্থের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের তর্পণ করা, আর শনিবার হইলে সাতপুকুর অথবা ঘুঘুডাঙ্গার বাগানে বসিয়া স্বর্গের বৈভব সকায় সম্ভোগ, ইহা অপেক্ষা মনুষ্য জীবনে শান্তিরামের আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। শান্তি-রামের নিকট সুবোধ সচ্চরিত্র লোকের প্রবেশাধিকার দুর্লভ। যত দুর্বুদ্ধি ব্যসনাভিলাষীর সমাদর।

মধ্যে একবার দেশে অজন্মা হইয়া অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে শান্তিরামের প্রতিযোগী কয়েক জন জমিদার প্রজার খাজনা মাপ করেন। শান্তিরামের দেওয়ান তাঁহার প্রভুকে পত্র দ্বারা

তাহা অবগত করিলে তিনিও অন্যান্য জমিদারের পন্থা অবলম্বন করিলেন, কিন্তু গরিব প্রজাকে অর্দ্ধেক রকম খাজনা দিতে হইল। দুর্ভিক্ষের বৎসর দেওয়ানজী মহাশয় কন্যার বিবাহে চারি পাঁচ সহস্র এবং একটী পুষ্করণী খাতে ও তাহার প্রতিষ্ঠায় সার্দ্ধেক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেন। জেলার বড় সাহেব শান্তিরামের প্রধান মুরুব্বি ছিলেন, দুর্ভিক্ষের পর শান্তিরামকে রাজা বাহাদুর এবং তাঁহার দেওয়ানজী মহাশয়কে রায় বাহাদুরী দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। জেলার বড় সাহেবের অনুরোধ অনড় অটল, পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হওয়া সম্ভব হইলেও জেলার বড় সাহেবের বাক্য রদ হইবার নহে। শান্তিরামের রাজা বাহাদুরী পাইবার দিন নিকট হইল। তিনি কলিকাতা হইতে পীরপুর যাত্রা করিবেন, কিন্তু হাতে টাকা নাই, দেওয়ানজী পত্র লিখিয়াছেন এবার কালেক্টরীর মালগুজারী করিতে সত্তর হাজার টাকার প্রয়োজন এবং খেলাত গ্রহণরূপ শুভকার্য্যেও কিছু কম লক্ষ মুদ্রা ব্যয় না করিলে সম্ভ্রম রক্ষা হইবে না, যেহেতু গতবারে রায় বাহাদুরী লইবার সময় যাহা ব্যয় হইয়াছিল এ বারে তাহা অপেক্ষা ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা, বিশেষ দেশের অন্নকষ্ট অতি অল্প দিন মাত্র ঘুচিয়াছে, দ্রব্যাদি এখনও আশানুরূপ সুলভ হয় নাই।

কমলা একবার চঞ্চলা হইলে, ভাগ্যদেবী একটু মাত্র বিরক্ত হইলে কুবেরকল্প ব্যক্তিরও দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে

না। শান্তিরামের দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইল, গৃহের সংস্থান কোম্পানীর কাগজ ইতিপূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। এখন ঋণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। পারিষদবর্গের মধ্যে এ কথা প্রচার হইবামাত্র বাবুর হিতেচ্ছু বন্ধুগণ চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মহাজন স্থির করিলেন, সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া জানাইলেন তিন লক্ষ টাকার "হ্যাণ্ডনোট" সহী না করিলে মহাজনেরা কেহই দুই লক্ষ টাকা দিতে সম্মত নহেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগের আমলা খরচাদি ব্যয় আছে সমস্ত দিয়া দেড় লক্ষ টাকার অধিক থাকিবে না; উপায়ান্তর নাই,—অগত্যা শান্তিরামকে তাহাই স্বীকার করিতে হইল। শান্তিরাম বাটীতে আসিলেন,—কলিকাতার আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বাবুর প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, হেমচন্দ্র বাবু কলিকাতায় থাকিলেন। হেম-চন্দ্র বাবু একটী ছোট খাট তিন হস্ত বা তদূর্দ্ধ হস্তার্দ্ধেক আকারের কবি. মাইকেলের পদ্যানুকরণে তাঁহার সামান্য গোছ অভ্যাস ছিল, লোকটা কতকটা চালাক চতুর হইলেও অভ্যাসদোষে বড়ই অমিতব্যয়ী, কিন্তু রাজা বাহাদুরীর সুযোগে তিনি বিংশতি সহস্র মুদ্রা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়েন। সেই টাকা তিনি একজন আত্মীয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। হেমচন্দ্র বাবুর নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন উপনগরে; তিনি বাল্যকালে সামান্য রূপ ইংরাজী শিক্ষা করেন, তাহার পরে লেখাপড়ার

সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া কিছু দিন কলিকাতার কোন যাত্রা-ওলার সম্প্রদায়ে অভিনয়কার্য্য শিক্ষা করেন। শান্তিরামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে তিনি পীরপুর জমিদার বাড়ীতে যাত্রাভিনয় করিতে গিয়া শান্তিরামের সহিত পরিচিত হয়েন, সেই অবধি শান্তিরাম হেমচন্দ্রকে এক দণ্ডের জন্য কাছ ছাড়া করিতেন না, চব্বিশ ঘণ্টা আপনার সঙ্গে রাখিতেন। রায় শান্তিরাম বাহাদুর হেমচন্দ্রকে মনের সহিত বিশ্বাস করিলেও কিন্তু রায় বাহাদুরের উপর হেমচন্দ্রের ততটা বিশ্বাস ছিল না। হেমচন্দ্র শান্তিরামের অনেকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন, শান্তিরামের সুখের পাখী হইয়া আর যে দীর্ঘকাল কাটিবার পক্ষে অতি অল্পই সম্ভাবনা ছিল তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী ছিল না। এই জন্যই তিনি এত দিনের পর কিছু সংস্থানের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কাদম্বিনীর সহিত শান্তিরামের একদিনের কথা বলিয়াছি, রোজনামচার ন্যায় প্রত্যেক দিনের ঘটনার উল্লেখ না করিলেও বোধ হয় পাঠকবর্গের কিছু বুঝিবার ক্রটী হয় নাই। যে দিন শান্তিরাম রাজা নামে দাগী হইবেন, তাহার পূর্ব্বদিন তিনি পীরপুরের প্রান্তভাগে এক ত্রিতল অট্টালিকার শিরোদেশে উপবিষ্ট; ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের রাত্রি, আকাশে মেঘ নাই, পৃথিবী আর্দ্র নয়, শুষ্ক খট্ খটেও নয়; বায়ুর বিশৃঙ্খলতা নাই, অথচ একবারে

স্তম্ভিতও নহে, ঝুর ঝুর করিয়া শুভবিবাহসম্বন্ধে দর্শন দানার্থিনী বালার ন্যায় মৃদু মৃদু বহিতেছে সুতরাং তাহার সঞ্চার বড়ই মধুর, সেই সুখস্পর্শ সমীরহিল্লোলে দূরস্থিত কোকিলকূজন দুলিতে দুলিতে মানবমনে বাল্যস্মৃতির ন্যায় শ্রবণবিবরে আসিতে আসিতে শ্রান্তিপ্রযুক্ত থামিতে ছিল, থামিয়া থামিয়া বিশ্রাম লইয়া আবার যেন বহু চেষ্টায় কতকদূর আসিয়া বিলীন হইতেছিল। হরিৎ-কায়া কামিনীর ন্যায় গ্রাম্ প্রান্তর ভূধর গহনময়ী প্রকৃতি যেন সাদা ফিন্ ফিনে ওড়্নায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। অৰ্দ্ধশায়িত শান্তিরামের অঙ্কে শিরস্থাপন করিয়া কাদম্বিনী বলিতেছিলেন, "এতদিনে ভগবতী প্রসন্ন হলেন, তোমার অনেক দিনের সাধ মিটিল, শান্তি কালি হইতে তুমি পীরপুরের রাজা।"

শান্তি। কালি হইতে কাদু, তুমিও ত রাজরাণী!

কাদ। শান্তি প্রতিবার সুখের সময় তুমি আমার নিভান আগুণ জ্বালিও না। কাদু তোমার ইহ সংসারের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, কিন্তু সেই সুখ দুঃখে ঘনিষ্ঠ হইলেও কাদুর "রাজরাণীর" সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবান তাহাতে অনেক দিন বঞ্চিত করেছেন।

শান্তি। কেন কাদু, তোমার কিসের অভাব রেখেছি?

কাদ। সকল অভাব মিটিয়াছে, তোমা হইতে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহা আছে তাহাতে মানুষের হাত নাই।

শান্তি। কানু, অপেক্ষা কর আমি তোমার সে অভাবও মিটাইব।

কাদম্বিনীর অধরপ্রান্তে মধুর হাসি দেখা দিল, সে হাসি শুক্লা যামিনীর শুক্ল অঙ্গে মিশিয়া গেল, শান্তিরাম তাহা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলেন নাই।

শান্তিরাম যে অট্টালিকার ত্রিতলে উপবিষ্ট থাকিয়া কাদম্বিনীর সহিত মধুর আলাপনে অপার আনন্দ, দেব দুর্লভ সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন সেই গৃহটী কাদম্বিনীর, কাদম্বিনীর পিতা সামান্য বেতনের চাকর ছিলেন তাঁহার ক্ষমতায় "প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকা কখন সম্ভবে না। এই অট্টালিকা কাদম্বিনীর স্বোপার্জিত, শান্তিরামের দেওয়া। এ ছাড়া তিনি কাদম্বিনীকে বিপুল অলঙ্কার ও প্রভূত অর্থ দান করিয়া তাঁহার বালসখীত্বের পুরস্কার করিয়াছিলেন। শরীরীর শরীরধারণে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, তাই কাদম্বিনী আজি রাজরাণী হইবার অভিলাষিণী। শান্তিরামের ও তাহাতে আপত্তি ছিল না। প্রশ্রয় না পাইলে কেহই দুরাশার বশবর্ত্তী হয় না।

শান্তিরামের অধিবাসবাসর কাদম্বিনীর গৃহেই অতিবাহিত হইল। পীরপুরে অবস্থিতিকালে শান্তিরাম নিজ বাড়ীতে অতি অল্পদিনই অতিবাহিত করিতেন। সে কথা কাহার অবিদিতও ছিল না, পল্লীমধ্যে সকলেই কাদম্বিনীর বাড়ীকে "নূতন বাড়ী" বলিয়া জানিত। আজি কালি জমিদার

বাবুকে অন্বেষণে কোথাও না মিলিলে নূতন বাড়ীতে পাওয়া যাইত, নূতন বাড়ীতে তিনি বড় ঘনিষ্ঠ।

নানা উৎসাহ, নানা আগ্রহ, নানা আশা নানা ভরসা লইয়া শান্তিরামের রাজ্যাভিষেকের সূর্য্য আকাশে দেখা দিলেন। অভিষেকের আড়ম্বরের উল্লেখ করিয়া আমাদিগের উপন্যাস পুনরুক্তি দোষে দূষিত করিতে ইচ্ছা করি না। এজন্য সংক্ষেপে বলিতেছি আজি হইতে শান্তিরামের অধিক যত কিছু হউক না হউক তাঁহার নামে "রাজা বাহাদুর" সংযোজিত হইল শান্তিরামের বাহাদুরী কোন অংশে বৰ্দ্ধিত হইল না, কেবল মাত্র নামে। তথাপি সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে সেরেস্তাদার কালীকৃষ্ণ বাবুর পুত্র রাজা বাহাদুর। শান্তিরাম আজি হইতে আপনার মত অনেকের নিকট "স্বনাম ধন্য পুরুষ" বলিয়া আখ্যাত হইতেন।

শান্তিরাম পীরপুরের নূতন তক্তে বসিবার পর, সকলই নূতনের প্রয়োজন হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি জমিদার ছিলেন আজি রাজা হইয়াছেন। ইংলণ্ড, ফরাসী, প্রুসিয়া, জর্ম্মণী, হলণ্ড, বেলজিয়ম এক একটী রাজ্য; কাশ্মীর, পঞ্জাব, জয়পুর, পাতিয়ালা, যোধপুর, ইন্দোরও রাজ্য; যে দেশে রাজায় রাজ্য করেন সেই দেশই রাজ্য—তবে বড় আর ছোট, শান্তিরাম পীরপুরের রাজা হইলেন সুতরাং পীরপুরও রাজ্য; এই ঊণবিংশ শতাব্দীতে বহুকালের প্রাচীন ভারতে সে দিনকার সমুদ্রে-ডুবা দ্বীপ উপদ্বীপের

আচার, ব্যবহার রাজ্য শাসনপ্রণালী, সমাজনীতি, বসন ভূষণপদ্ধতির অনুকরণ ছড়াছড়ি; শয়নে স্বপ্নে, ভোজনে, উপবেশনে, বিদেশীয় প্রথার আদর; সুতরাং রাজা রাজড়া, ধনী, গৃহস্থ, দরিদ্র সকলেই সেই পথের পথিক। সেই জন্যই ভারতের রাজদরবারে মন্ত্রী, সচিব সদস্য নামগুলি আর শুনিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাদের স্থলে সেক্রেটারী, ম্যানেজার, মেম্বর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; রাজার রাজসভা পৃথ্বীরাজের সহিত স্বর্গারোহণ কালে (Raja's council) রাজ কৌন্সিলকে উত্তরাধিকারিত্বের উইল করিয়া গিয়াছে। সিংহাসন সঙ্কুচিত হইয়া "চেয়ার" রূপে বিড়ম্বিত হইতেছে। অনুকরণের প্রকৃত মর্ম্ম বাঙ্গালীর মত পৃথিবীর অন্য জাতি বুঝিতে পারিয়াছেন কি না বলিতে পারা যায় না। সুতরাং আজি রাজা শান্তিরামের রাজ কৌন্সিলে তাকিয়া-ঠেসী, তামাকুপায়ী, উলঙ্গ-দেহী, মটকীরূপী, বাঙ্গালাভাষী দেওয়ানজী মহাশয়ের পরিবর্ত্তে চেয়ারবাসী, চরুটপায়ী, পেণ্টুলনকোটী, সোরাই-রূপী, ইংরেজীভাষী ম্যানেজারের প্রয়োজন হইল। নায়েবের পরিবর্ত্তে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাখিতে হইল। মসাহেব ঘুচাইয়া প্রাইভেট সেক্রেটারী করিতে হইল। মুন্সী কারকুনকে বিদায় দিয়া কেরাণী মুহুরী (যে হেতু ইংরেজের আদালতেও আছে) তাই না রাখিয়া পারি নাই। খানসামা তাড়াইয়া বেহারা (Bearer) এবং (Old fool) বৃদ্ধ নির্ব্বোধদিগের

খতিরে পড়িয়া ঠাকুরকে রাখিয়া বাবাজীর (বাবরচীর) খরচে বাধ্য হইতে হইল। রাজা হইয়া শান্তিরামের (Establishment charge) সরঞ্জমী খরচ বাড়িয়া উঠিল। পূর্ব্বে নিজ নামে চিঠীপত্র আসিলে বরং এক আধখানা স্বয়ং খুলিবার প্রয়োজন হইত; রাজা হইয়া তাহাও ঘুচিল, সে কাজ প্রাইভেট সেক্রেটরীকে সোপর্দ্দ করিতে হইল। সকল আপদ মিটিল। বাকী থাকিল কেবল দেহের অবশ্যকর্ত্তব্য আহার নিদ্রাদি কর্ম্মত্রয়, সে গুলির বরাত চলিলে বোধ হয় রাজা বাহাদুর শ্রীক্ষেত্রের বিশ্বকর্ম্মাকীর্ত্তি পুরুষোত্তম হইতেন। জমিদার শান্তিরাম রাজা হইলেন, তাঁহার জমিদারীর নাম রাজ্য, এবং পীরপুর রাজধানী হইল। কিন্তু শাসনশক্তি অন্যের হস্তে থাকিল, আত্মশাসন ক্ষমতা টুকুও রহিল না।। দরিদ্র পিতামাতা যেমন আদর করিয়া পুত্রের নাম "রাজা রাম," "রাজা গোপাল," "রাজ্যেশ্বর" ইত্যাদি রাখিয়া থাকেন, শান্তিরাম সেইরূপ গবর্ণমেণ্টের সোহাগের ধন, গবর্ণমেণ্ট সোহাগ করিয়া তাঁহাকে "রাজা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিলে পিতা মাতার নিকট দীনু তিনু নিধু রঘু প্রভৃতি পুত্রও যেমন রাজুও তেমন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ঘরে উভয়ের মধ্যে বড় একটা প্রভেদ থাকে না। দিবাকার, দীনেন্দ্র নারায়ণ প্রভৃতি রাজাদিগের রাজোপাধির অবিকল আখ্যা যেমন ইংরেজী অভিধানে নাই, তাঁহাদিগকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করি-

বার সময়, কামিনীকান্ত, হেমচন্দ্র যেমন (Night's husband, Golden moon) বলিয়া অনুবাদিত হইতে পারেন না, দরিদ্র সুত "রাজ্যেশ্বর" যেমন (Kingdom's god) হইতে সমর্থ নহেন, তাহাদের প্রকৃত বিশেষ্যত্ব (Proper noun ত্ব) যেমন কিছুতেই ঘুচিবার নহে, দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজা শান্তিরামও তদ্রূপ কিং (King) শান্তিরাম হইবার অধিকারী হইতে পারেন না যেহেতু তাঁহার "রাজার" রাজত্ব নাই। ভ্রম হইয়াছিল শান্তিরামের পিতার, ভ্রমই বা কি রূপে বলিব, তিনি কেমন করিয়া জানিবেন শান্তিরাম "রাজা রাম" হইতে এত ভাল বাসিবেন, বিশেষতঃ "শান্তিরাম" নামক দেবতার পাণ্ডার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন পুত্রের নাম শান্তিরাম রাখিবেন।

রাজা হইবার পরেই পীরপুরে গুজব উঠীল শান্তিরাম কাদম্বিনীকে বিবাহ করিবেন। কাদম্বিনী বিধবা সুতরাং এ বিবাহ প্রচলিত প্রথামত হইবার প্রত্যাশা ছিল না। এজন্য শান্তিরামকে মতান্তর আশ্রয় করিবার কল্পনা করিতে হইয়াছিল।

হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের গাঁথনি বড় পাকা। ইহার উপর অনেক ঝড় তুফান বহিয়া গিয়াছে। অনেক মামুদ, অনেক আরঙ্গেব, অনেক বজ্র পড়িয়াছে, তাহাতে দুই একটু চূণ খসিয়াছে, গাথনির কিছুই হয় নাই;—চূণের দুরদৃষ্ট যে গাথনির অঙ্গ চ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়া মাটী হইয়াছে।

মাটী হইবার ভয়ে শান্তিরামকে একটু চিন্তা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মাটীতে সুন্দর তৃণ গুল্ম জন্মে, রমণীয় কুসুম ফোটে, গন্ধে প্রাণ উদাস করে, শান্তিরাম ফুলের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া কাদম্বিনীর চরণ তলে আপনাকে রাখা সৌভাগ্য মনে করিলেন। কিছু দিন পরে শুনা গেল কাদম্বিনী রাজার সঙ্গে কলিকাতা যাইবেন। কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটের ইংরেজ পাড়ায় বাড়ী ভাড়া হইয়াছিল। সেই খানে অবস্থিতি হইবে। সঙ্গে কেবল প্রাইভেট সেক্রেটরী হেমচন্দ্র এবং এক জন কেরাণী মাত্র থাকিবেন। কলিকাতার ইংরেজ পাড়ায় বাস করিয়া সকাল সন্ধ্যায় গড়ের মাঠের ইডেন গার্ডেনের সমীর সেবন, প্রতিবাসী শুভ্রকান্তি সভ্যদিগকে "বলে," "ডিনারে" আনিয়া সেবা করিতে না পারিলে লেডী গণনে রাজজন্ম সার্থক হইবে না। ইংরেজ সহবাসে বাঙ্গালীকে কীট পতঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিতে না পারিলে রাজধর্ম্ম বজায় থাকিবেনা, বা রাজায় প্রজায় প্রভেদ রাখিয়া (Prestige) ইজ্জত রক্ষা করা ভার হইবে। কলিকাতায় আসিয়া রাজা বাহাদুর কাদম্বিনীকে ইংরেজ পাড়ায় রাখায় অনেক বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা ভাবিয়া তাঁহাকে বৌবাজারের একটী পৃথক বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। রাজ্যের উপস্বত্ব বার্ষিক সত্তর আশি হাজার—আয় ব্রাউনের বাড়ীর জুড়ী গাড়ীতে, উইলসনের মৎস্য মাংস পানীয়ে, হামিলটনের বসন ভূষণে, অস্‌লয়ের ঝাড় লণ্ঠনে, সুখে ব্যাজে কোথায়

দিয়া কত টাকা কিরূপে ব্যয় হইত তাহার হিসাব দেওয়া সহজ নহে। এ সকলের উপর ম্যানেজার, সেক্রেটরী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন তাঁহারা জমিদারীর আয়ের স্থানে এক এক জন শনি বিশেষ। একে রাজা রাজড়ার খরচ, তাহাতে আবার সেই খরচের হিসাব নিকাশ বড় একটা দস্তুর মত লেখা হইত না, তাহার কারণ হুজুর বাহাদুর গুজরোত খোদ যে সকল টাকা লইতেন সপ্তাহ বা পক্ষান্তে তাহার স্মৃতি রাখিতেন না। লেখা পড়ায় রাখিবার ভার আপনার প্রতিনিধি প্রাইভেট সেক্রেটরীর হাতে ছিল।

রাজা বাহাদুর কলিকাতা আসিবার কিয়দ্দিবস পরে রাজধানী হইতে সংবাদ আইসে রাজরাণী চারুবালা পীড়িতা। এই সংবাদ পাইয়া শান্তিরাম বাড়ী যাইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু কাদম্বিনী তাহাতে কোন মতে সম্মতি দেন না, রাজা বাহাদুরের রাজধানী যাইবার কথা হইলেই কাদম্বিনী বলিতেন "তাঁহাকে ছাড়িয়া একাকিনী থাকিতে পারিবেন না, যাঁহার জন্য কলিকাতায় থাকা তিনি না থাকিলে কলিকাতার সুখ কি? একান্তই যাইতে হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হইবে।" বারম্বার যাতায়াতে ব্যয় বাহুল্য সম্ভাবনায় শান্তিরামের তাহাতে মত হইল না। কিন্তু রাজধানীতে যাইবারও ইচ্ছা ছিল। এক দিন রাজা বাহাদুরের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া কাদম্বিনী অশ্রুজলে চক্ষু ভাসাইয়া বলিলেন,—"দেখ শান্তি, সংসারে আমার কেহ নাই,

—আত্মীয় বল, আশ্রয় বল, বল বুদ্ধি আশা ভরসা যাই বল তুমি ;—তুমি ভিন্ন আমার গতি মুক্তি নাই। জ্ঞাতি গোত্র, বন্ধু বান্ধব কেহ থাকিলেও তোমার জন্য তাহাদিগকে পর করিয়াছি। এখন তোমাকে ছাড়িয়া দাঁড়াই কোথায় ?”

এই কথায় শান্তিরাম দ্রব হইলেন। স্বদেশ যাত্রার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন, সপ্তাহ পরে তারে খবর আসিল “চারু মুমূর্ষু প্রায়—সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আসিলে সাক্ষাৎ হইতে পারে।” শান্তিরাম এই সংবাদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, কাদম্বিনীর নিকট বিদায় লইবার অবকাশ হইল না, অবিলম্বে পীরপুর যাত্রা করিলেন। পীরপুরে পৌছিয়া তিনি চারুবালাকে প্রকৃতই মরণাপন্ন দেখিলেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ শয্যাবিলীন, চন্দ্রিকা-প্রভ বর্ণ উষাস্বরূপ মলিন, যে গণ্ডস্থল এক দিন সরসতা-সঞ্জাত রক্তিম রাগে ঢল ঢল করিত, যে চক্ষু ভ্রমরী শোভিত নলিনীদলের ন্যায় মনউদাসী ছিল আজি সেই গণ্ডস্থল বিশুষ্ক, নয়ন নিমজ্জিত ও লীলাশূন্য ; দেহের লাবণ্যময়ী কমনীয়তা অন্তর্হিত ; মানচিত্রে নদী রেখার ন্যায় শরীরের শিরাগুলি সুপ্রকটিত ; বসন্তকোকিলের মধুর কণ্ঠস্বর আজি প্রাবৃটের বিকৃতিময়। শান্তিরাম জিজ্ঞাসিলেন, “চারু কেমন আছ ?”

চারু। যেমন দেখিতেছেন, এখন অনেকটা সুস্থ।

শান্তি। হঠাৎ কেন এমন হইল ?

চারু। ভগবান জানেন। আমি ত কিছু দেখিতেছিনা।

শান্তি। এখন কি অসুখ হইতেছে।

চারু। এখন কোন অসুখ নাই।

শান্তি। উঠিয়া বসিতে পার?

চারু। পারি।

শান্তি। তবে অসুখ কি, কেনই বা শরীর এমন বিশ্রী বিবর্ণ জীর্ণ শীর্ণ? অবশ্য কোন পীড়া আছে। কলিকাতা থেকে সাহেব ডাক্তার আনাই।

চারু। না—ডাক্তার আর আনিতে হইবে না।

শান্তি। তাহা না হইলে মারা যাবে।

চারু। আর মারা যাইব না।

শান্তি। না তুমি বুঝিতেছ না চারু,—ডাক্তার আনাই।

চারু। এক দিন দেখুন।

শান্তি। কি অসুখ ছিল বলিতে পার?

চারু। বক্ষঃস্থল সদা কাঁপিত, ভয় হইত, ক্ষণে ক্ষণে জিহ্বা শুকাইত, আহারে ইচ্ছা হইত না, বক্ষের ভিতর যেন ঝড় বহিত।

শান্তি। আজি সেরূপ নাই? আহারে ইচ্ছা আছে?

চারু। না—সে সকল কিছু নাই, আহারেও ইচ্ছা হইতেছে। আপনি একবার কাছে আসুন—

বলিতে বলিতে চারুবালার অর্দ্ধমিলিত নেত্র অশ্রু-স্রোতে ভাসিতে লাগিল, তিনি শান্তিরামের অঙ্কে মুখ

রাঁখিয়া নীরব রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না, শান্তি-রামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনিও কথা কহিতে সমর্থ হইলেন না; কিয়ৎকাল পরে জানুর উপর অশ্রুস্পর্শ অনুভব করিয়া বলিলেন,—"চারু কাঁদিও না।" তাহার পর উভয়েই নীরব। গৃহ যেন জীবশূন্য। দেওয়ালের গায়ে হাসি কান্নার অনেকগুলি ছবি, চারিদিকে দেওয়াল গিরি, উপরে নানা বর্ণের ঝাড়,—নিম্নে কার্পেট, সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত হইয়াও ঘরটী যেন বিষাদবিকৃত, নীরব, নিস্তব্ধ। ক্ষণেক পরে চারু বালা বলিলেন,—"আর কলি-কাতায় যাওয়া হইবে না,—কলিকাতা গিয়া সর্ব্বনাশ হইল, ধনক্ষয়, রাজ্যনষ্ট ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। এখনও সতর্ক হউন। মা আপনাকে দিবা নিশি বলিয়া ফিরাইতে পারেন না, তাঁহার অপেক্ষা আমার কথা গুরুতর নহে,—কিন্তু আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে,—বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কি করি,—না বলিলেও চলে না, তথাপি ক্ষান্ত ছিলাম,—মন পারিল না, মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিল। আমাকে মাপ করুন,—আমি আর বাঁচিব না।"

শান্তি। চারু স্থির হও, আর কাঁদিও না,—আমার চক্ষু খুলিয়াছে, আমি আপনিই দেখিতে পাইতেছি, যে আমি নষ্ট হইতে বসিয়াছি, আমি সাবধান হইব। আমার সর্ব্ব-নাশ হওয়া অপেক্ষা তোমার দুঃখে আমাকে অধিক অস্থির করিতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাই। চারু,

আর না। আমার সকল দোষ ভুলিয়া যাও। আজি হইতে আমি ক্ষান্ত হইলাম।

চারু। আমি আপনাকে উপদেশ দিবার যোগ্য নই, মনের আবেগে যা মনে আসিয়াছে বলিয়াছি, মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনার নিকট, আমার অদৃষ্টের নিকট নিতান্ত অপরাধিনী।

শান্তি। চারু, ক্ষান্ত হও; আর না,—আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। ক্ষান্ত হও।

চারু। আজি দশবৎসর যাবৎ আপনার এ অনুগ্রহ পাই নাই। আজি আমি সৌভাগ্যবতী, আমার নারী জন্মের সাধ এতদিনে মিটিল।

শান্তিরামের সহবাসে, মধুর আলাপনে চারুবালা অল্প দিনেই সুস্থ হইলেন। এই সময়ে তিন হাজার টাকার একটী ডিক্রীতে শান্তিরামের অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত ক্রোক হইবার জন্য দেওয়ানী আদালতের ক্রোকী পরওয়ানা আসিল। কোষাধ্যক্ষের নিকট এই সামান্য টাকাও ছিল না। তিন সহস্র টাকার ডিক্রীতে কোটী কোটী টাকার সম্ভ্রম নষ্ট হয়। বড় দায়, ঘোর বিপদ,—উপায় নাই। শান্তিরামের মাতার নিকট সঞ্চিত অর্থ থাকার প্রবাদ ছিল, কিন্তু কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনে থাকিবার সময় গবর্ণমেণ্ট দত্ত খরচে কুলান না হইলে শান্তিরামজননী পুত্রের আবদার পূর্ণ করিবার জন্য সে সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি

শ্বশ্রু হস্তা। আজি অর্থাভাবে পুত্রের মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়, কোন উপায় করিতে পারিলেন না, সুতরাং দারুণ দুশ্চিন্তা-নিপীড়িতা, কি করিবেন কিছুই অবধারিত করিতে পারিলেন না। ক্রমে এই কথা চারুবালার শ্রুতিস্পর্শ করিল। তিনি আপন অলঙ্কার গুলি উন্মোচন করিয়া শ্বশ্রূহস্তে অর্পণ করিলেন, শ্বশ্রূ তাহাতে সুখিনী নহেন তিনি বলিলেন,—"মা তুমি রাজরাণী হইয়াছ, কিন্তু একখানা অলঙ্কারও পাও নাই,—যে পাঁচ খানা আছে তোমার পিতৃদত্ত, এগুলি তুমি রাখিয়া দাও, যে রূপে হউক কাজ উদ্ধার হইবে।" চারুবালার কিছুই অবিদিত ছিল না। তিনি বলিলেন,—"মা, আর কোথা হইতে কি হইবে, এ অপেক্ষা দায় আর কি হইতে পারে, মানীর মান অপেক্ষা প্রাণ অধিক আদরণীয় নহে। সঞ্চয় আপদ বিপদের জন্য, এতদিনে অলঙ্কারের সার্থকতা হইল।"

শান্তিরামের মাতা ও চারুবালার ন্যায় জানিতেন পুত্র অনন্য গতি, অগত্যা আপনি না লইয়া দাস দাসীদিগের দ্বারা গহনাগুলি বন্ধক দিয়া অর্থের অনাটন মিটাইলেন। শান্তিরামের মান রক্ষা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।
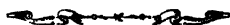
নদীর স্রোতঃ থামাইতে চেষ্টা করিলে থামে না, ঝটিকাবেগ আপনি প্রশমিত না হইলে কেহ নিবৃত্তি করিতে পারে না, মনের গতি একদিকে বহিলে সহজে অন্য দিকে যায় না; দুর্ম্মতির মতি কখন এক কথায় সরলপথে ফিরে না। উপরোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে শান্তিরাম আপনার সখের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত; পল্লীস্থ পারিষদেরা পূর্ব্ববৎ আজ্ঞানুবর্ত্তী,—সকলেই আছেন, নাই কেবল হেমচন্দ্র। সাবেক মত আমোদ আহ্লাদ, নৃত্য গীত, আহার বিহার চলিতেছে। এমন সময় সুভদ্রা গোয়ালিনী বাগানের বাহিরে থাকিয়া সংবাদ পাঠাইল সে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বাগানে কয়েকজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান তখনও থাকিত। তাহাদের একজন আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা হইলে স্বয়ং কোন কথার যবাব দিতে হয় না, সকলই প্রাইভেট সেক্রেটরীর কাণে শুনিতে হয়, তাঁহারই মুখে উত্তর দিতে হয়—উৎসন্নগামী রাজা বাহাদুরের এরূপ ধারণা

ছিল। সেক্রেটরী উপস্থিত ছিলেন না, একজন প্রতিনিধি পাঠাইলেন। সুভদ্রা তাঁহাকে আমলে আনিল না। সুভদ্রা গোয়ালিনীর ডাক, অবশ্য কোন শুভ সংবাদ আছে,—রাজা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, গাত্রোত্থান করিয়া বাগানের বাহিরে আসিলেন। সুভদ্রা তাঁহাকে দেখিয়াই বলিল, "—রাজা মশায়, এতদিন আপনি ছিলেন না, বিধুকে দু তিন বার এনে এনে পাঠিয়ে দিছলাম, আজ আবার এনেছি, ভিটায় যদি পা'র ধূলা দেন।"

শান্তি। এখানে আস্‌বে না ?

সুভ। সে কোন মতে আস্‌তে চায় না।

তখন শান্তিরামের মনে বিধুর সাহঙ্কার বাক্য উদয় হইল, তিনি স্থির করিলেন চারুবালাব নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ইহাতে তাহার কোন অপচয় হইবে না, যেহেতু এ প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা ছিল তাহা পূর্ণ করিবার কোন প্রত্যবায় নাই। শান্তিরাম প্রস্তুত হইলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল; প্রায় ত্রিশ জন অনুচর সহ সুভদ্রার বাড়ীতে গেলেন। বিধু তখন আহারাদির অনুষ্ঠান করিতে ছিল। শান্তিরাম বাড়ী প্রবেশ করিবামাত্র বিধু প্রমাদ গণনা করিল, ভাবিল এতদিনে তাহার সতীত্বের অন্তিমকাল উপস্থিত। বিধু তাহাতেও ভীতা নহে, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা এরা কেন ?"

সুভ। কি করবো মা, রাজা যা করে তাইসহিতে হয়।

বিধু। সও কিন্তু বিধু সহিবে না।

স্নভ। কেন মা অমন ক্ষেপা হও। বেশ দশ টাকা হাতে হবে,—কত লোক আরাদ্ধি করে পায় না।

বিধু। মা, অমন টাকায় কাজ নাই, যারা আরাদ্ধি করে করুক, আমি এমন আরাদ্ধি করি না।

এই সকল কথায় শান্তিরামের ভস্ম-বিনিহিত অগ্নিকণার ন্যায় ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,—অনুচরগণকে আদেশ করিলেন;—তৎক্ষণাৎ বিধুকে তুলিয়া লইয়া বাগান বাড়ীতে আনিলেন। বিধুর মুখ চাপা ছিল,—তাহার আর্ত্তনাদ, সতীত্বের নিগ্রহকথা কেহ শুনিতে পাইল না। বাগান বাড়ীতে আনিবামাত্রদেখা গেল সে নীরব নিস্পন্দ, অনেকক্ষণ পরে বুঝা গেল আপনার হৃতপ্রায় অমূল্য রত্নকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া সতী বিধুমুখী ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে। শান্তিরামের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইল। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, গুহ্যাদপি গুহ্যস্থানে একাকী বসিয়া কোন দুষ্কর্ম্ম কর, পাপের এমনই ধর্ম্ম কখন তাহা গোপন থাকে না। যে কোন উপায়ে হউক প্রকাশ পাইবে। অল্পক্ষণ মধ্যেই বিধুর মাতা জানিতে পারিল। সে অর্থ পিচাশিনী অর্থের সহিত পতিপ্রাণা কন্যার সতীত্ব রত্ন বিনিময় করিতেছিল। কন্যার মৃত্যুকথা শুনিয়া অকস্মাৎ শোকাচ্ছন্ন হইয়া অধীর হইল কিন্তু তাঁহার অর্থপিপাসু মন পিপাসাশান্তির আশ্বাস পাইয়া শান্ত হইল। শান্তিরামের

অমাত্যবর্গের পরামর্শে বিধুর মৃত দেহ রাত্রিমধ্যে ভস্মীভূত করা হইল এবং তাঁহাদিগেরই পরামর্শ মত এক্ষণে তাঁহার স্থানান্তর বাস বিধেয় বিবেচিত হওয়ায় তিনি রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সেরেস্তাদার পুত্র রাজা বাহাদুর পার্কষ্ট্রীটস্থ রাজ ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সমস্ত আসবাব দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে ক্রোক হইয়াছে। তিনি অনন্যোপায় হইয়া বৌবাজারের বাড়ীতে যাত্রা করিলেন, সে দিন রবিবার। ত্রিতলের উপর উঠিবা মাত্র কাদম্বিনীর দাসী শশব্যস্তে তাঁহার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সংবাদ দিল, তখন কাদম্বিনী প্রাইভেট সেক্রেটরী হেমচন্দ্রের সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহারা জাগ্রত হইতে না হইতে রাজা বাহাদুর গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন,—সেক্রেটরী মহাশয় পাশ কাটিয়া বাহিরে আসিয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন। শান্তিরাম কাদম্বিনীর ব্যবহার দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন,—হাজার হউক রাজবুদ্ধি,তায় অল্পদিন হইল তিনি একটী স্ত্রীহত্যা করিয়া আসিয়াছেন এজন্য বিধবা প্রণয়িনীর স্বাস্থ্যের উপর হস্ত চালনা করিলেন না,—কেবল মাত্র বলিলেন,—"কাদম্বিনি, এই তোমার প্রণয়ের পরিণাম? এই তোমার ভালবাসার পরিচয়? এই তোমার বিবাহের প্রতিজ্ঞাবাক্য পালন?"

কাদ। কি হয়েছে শান্তি, তুমি পাগল হয়েছ?

শান্তি। আমি পাগল বটে।

কাদ। তুমি নিতান্ত বুদ্ধিহীন,—স্বতন্তরা কখন সতী হ'য়ে থাকে? তোমার কি বিশ্বাস (আর এমন কি কখন হ'তে পারে) যে, যে স্ত্রী একবার অন্য স্বামী গ্রহণ করে তাহার সতীত্ব থাকে। আমি হতভাগিনী, ভগবান যে দিন আমাকে সেই অমূল্য স্বামীধনে বঞ্চিত করেছেন সে দিন থেকে যদি তাঁহার পাদপদ্ম অন্তরে ধারণ করে পৃথিবীর সুখ দুঃখকে সমান দেখিতে পারিতাম তবে সতী হ'তে পাত্তেম; ঘোর পাতকিনী না হ'লে তাঁ'কে ভুলি। যখন তাঁকে ভুলে তোমাকে আশ্রয় কত্তে পেরেছি, তখন তোমাকে ভুলে অন্যকে আশ্রয় করিব না এ কি কখন সম্ভব, তবে তিনি পরলোক আর তুমি ইহলোকে থাক্‌তে ভুলেছি এ অতি সামান্য কথা। ইহলোক আর পরলোক এ পাড়া ও পাড়া। তোমার পারপুর আর কলিকাতায় যত তফাৎ তা অপেক্ষাও কাছে। (ঈষৎ হাসিয়া) যাও আর সে সকল কথা মনে করিও না। আমরা সুখের বিহঙ্গিনী, সুখের বাতাস যে দেশে বয় সে দেশে যাই। তোমার গায়ে আর সে বাতাস পাইবার আশা নাই। শান্তি, আমার আশা ছাড়!

রাজা বাহাদুর অবাক! মুখে কথা আসিল না। নীরব নিস্পন্দ,—গঠিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিলেন,—সংসার, তাহার কার্য্য পরম্পরা,—জগতের কর্ম্মসূত্র,—তাহার পরিণাম, আপনার বাল্য, কৈশোর, যৌবন;—আজি ত্রিংশৎবর্ষ মধ্যে অতীতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই,

আঁজি—গাঢ় নিদ্রানিমগ্না স্মৃতির সুষুপ্তি ভঙ্গ ও চৈতন্য হইল; —এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে বর্ত্তমান ভিন্ন একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মন ভূত ভবিষ্যতে ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করে না। আজি তাহা করিল;—করিয়া কি দেখিল? অতীত সৌরকর ভাসিত দীপ্তিময় ছিল আজি আঁধার আচ্ছন্ন হইয়াছে,—সেই আলোক রেখার চিহ্ন স্মৃতি রহিয়াছে, সে আলোক নাই,—কাল তাহাকে তমসাবৃত করিয়াছে; সে সুখ নাই, তাহার স্মৃতি আছে,—যাহার আলাপনে সুখ, তাহার স্মরণে দুঃখ;—যে রাজ্যেশ্বর সে ভিখারী,—যে পূজিত সে ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত;—তাঁহার কি ছিল কি রহিল কি থাকিবে; স্মরণ করিয়া শরীর শিহরিল।

কাদম্বিনী শান্তিরামকে নীরব দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, "শান্তি এখানে আর কোন প্রত্যাশা নাই, যাঁহার আদর তোমাতে আর সে নাই;—বুঝিয়া থাক ত আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, এখন এস।" শান্তিরাম বাক্‌শক্তি বিহীন জীবের ন্যায় বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শান্তিরাম রাজ গৌরবাভিমানী,—রাজা হউন চাই নাই হউন,—বিপুল ধনবান বটে, আজন্ম সুখপালিত। তাহাতে সন্দেহ নাই,—শুধু বড়মানুষের ঘরের ছেলে বলিয়া নহে তিনি পিতামাতার অতি যত্নের, অতি আদরের একমাত্র অপত্য,—বাল্যাবধি কখন তাঁহাকে অভাবের কথা শুনিতে

বা অভাবের মুখ দেখিতে হয় নাই। এক্ষণে অভাবের নিকট তাঁহার সুপ্রতুলতা পরাভূত,—আজি তিনি অভাব অপ্রতুলতার দাস। অনেক কষ্টে অনেক দিনের পর অভাব তাঁহাকে পাইয়া সুখে তাঁহার উপর পূর্ণমাত্রায় প্রভুতা বিস্তার করিল। শান্তিরাম অধীর হইলেন। যেখানে থাকিয়া কত কুপোষ্য পালন করিয়াছেন, কত অনাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়াছেন আজি তিনি স্বয়ং আশ্রয়ের জন্য লালায়িত। কাদম্বিনীর নিকট তাঁহার সম্ভ্রম চূর্ণীকৃত হইলেও বাজারে এখন অটুট ছিল। "উইলসন আশ্রমে" একমাত্র দস্তখতে তাঁহার আশ্রয় মিলিত, কিন্তু আজি তাঁহার সে প্রবৃত্তি হইল না, কাদম্বিনীর সুখের বিলাস ভবন হইতে বিদায় লইয়া তিনি জাহ্নবিতীরে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল,—মহানগরী সমস্ত দিন কর্ম্মের ব্যস্ততায় ছিল এখন বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিতেছে। রাজপথে লোকজনের ততটা জনতা নাই। কেবল তাগাদান্তে হাটখোলার মহাজনদিগের গমস্তরারা দুই একজন তহবিল হস্তে আপনাপন বাসায় ফিরিতেছে; রাত্রি বেড়ান বাবুরা, বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশ্রাম করিবার জন্য ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলে,বাটীর বাহির হইয়া সদর রাস্তার ফুটপাথের উপর দিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে বারাণ্ডার দিকে চাহিয়া এদিকে ওদিকে ফিরিতে ঘুরিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দুই একখানা চেরেট, বগী ও ছক্কড় গড় গড়শব্দে "ডিনারের" প্রত্যাগত ইংরেজ ফিরিঙ্গীকে লইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিতেছে;

দুর্ব্বলের উপর বল প্রকাশ করা সংসারের অভ্যাস যেন তাহাই দেখাইবার জন্য গাড়ীর শব্দ রাত্রির নীরবতার উপর অধিক অত্যাচার করিতেছিল। পুলিশের পাহারওলা গণ নিদ্রার নিকট লজ্জা পাইয়া অধোবদনে তন্দ্রাকর্ষিত নেত্রে বসিয়া আছে। এক একবার পথিকদিগের পদ ধ্বনিতে দারগা, ইন্‌স্পেক্টরের আগমন আশঙ্কায় (কদাপি চোর দস্যু বোধে নহে) এক একবার এ ধার ও ধার চাহিয়া আবার অধঃগ্রীব হইতেছে। নিদ্রাকাতর পুলিশ প্রহরীর অসাবধানতায় তস্করকে পলাইতে সাহায্য করিতে পারিয়া যেন গ্যাশের লণ্ঠনগুলি হাসিতেছে, আর শান্তিরামের ন্যায় অভাগাকে সুখ দুঃখের রাত্রিতে পথ দেখাইতেছে। শান্তি-রাম বড় বাজারের ঘাটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সম্মুখে শঙ্কর সীমন্তিনী নির্ম্মল সলিলা ভাগীরথী সগরবংশ উদ্ধার করিবার দিনে যেরূপ প্রবলবেগে তর্ তর্ শব্দে ছুটিয়াছিলেন আজিও সেইরূপে ছুটিতেছেন,—সংসারের ভাগ্যবন্ত, অভাগার হাসি কান্না লইয়া সেই দিন হইতে সমান বেগে ছুটিতেছেন। সম্পদ বিপদ যে যাহা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন, তিনি তাঁহাকে সেই মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শান্তিরাম যখন বজরা করিয়া রাশি রাশি কামিনী কুসুম গলায় গাঁথিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া "দ্বাদশ গোপাল" দেখিতে মাহেশে যাইতেন তখন তাঁহার তরঙ্গরাশি সুখোচ্ছ্বাস এবং আজি নিশীথে

যে, শান্তিরাম সকল হারাইয়া আশ্রয় ভিক্ষার জন্য তাঁহার তীরে আসিয়াছেন, আজি সেই তরঙ্গরাশি বিষাদোচ্ছ্বাস বলিয়া বোধ হইতেছে।

এতদিনে শান্তিরাম সংসার সূত্রের জটিলতা বুঝিয়াছেন, এতদিনে শান্তিরাম সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম আছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন,—মানবাদৃষ্টে অমাবস্যা পূর্ণিমা, আঁধার আলোক, শীত গ্রীষ্ম আছে বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন। জীবন যে কেবল নিরবচ্ছিন্ন আলোকময় নহে, সকল নিশাই যে কৌমুদীবসনা নহে, সমস্ত বৎসর যে ঋতুনাথের বিহারকাল নহে, এতদিনে তাঁহার সে জ্ঞান জন্মিয়াছে। তাঁহার জ্ঞানচক্ষু এতদিনের পর উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাই আজি তিনি সংসারকে স্বপ্নের চক্ষে দেখিতেছেন না। এতদিন যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন, সে সকল যেন তাঁহার কৃত নহে। সে সকল স্মরণ করিতে লজ্জা হইল, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল, চক্ষে অশ্রুপাত হইল; তখন তাঁহার হৃদয়ের ভিতর হইতে কে যেন তুলিয়া দিল,—"মাতর্গঙ্গে কি করিয়াছি, কি হইলাম, পরিণামে কি হইবে! মা তুমি কত কাল এই পৃথিবীতে তাহা জানি না;—এমন কোন ভগ্নাদৃষ্টকে কখন দেখিলা থাক ত বল। শাস্ত্রে বলে তুমি সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগচতুষ্টয় দর্শিনী,—মা চতুর্যুগের মধ্যে এই হতভাগ্যের মত কেহ তোমার আশ্রয় ভিক্ষায় যদি আসিয়া থাকে তাহা হইলে

তাহার কি করিয়াছ বলিয়া দাও! এরূপ কোন সৌভাগ্য মত্ত, বিলাসান্ধ, বিবেকবিহীন; এমন কোন প্রতারিত লঘুচেতা, অমৃতত্যাগী হলাহল লোলুপ, মনুষ্যাভিমানীকে পাইয়া থাক ত শুনাও মা তাহার দশা কি করিয়াছ। বল মা, সতীত্বভূষণা অবলার সতীত্বাপহারীর চরম কি! প্রবঞ্চকের প্রায়শ্চিত্ত কি! বিশ্বাসহন্তার দুর্দ্দশা কি! মাতর্ভাগিরথি, কোন উত্তর করিলে না?—বুঝিয়াছি মা, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীব জগতে এমন কাহাকেও দেখ নাই। কিন্তু মূর্খ হইলেও শুনিয়াছি মা, তুমি ত্রিতাপহারিণী, ত্রিলোকপবিত্রিনী, পাপভারার্ত্ত শান্তিরামের দুর্ব্বহ পাপ রাশির মোচন কর! যে দেহ পাপময়, যে হৃদয় বিষপূর্ণ, যে মন আশাশূন্য, তাহাদের আশ্রয় মা, তোমারি পবিত্র অঙ্কে। অতএব শান্তিরামকে গ্রহণ কর,—” শান্তিরাম জাহ্নবিজলে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত, কূলে দণ্ডায়মান,—চক্ষে একবিন্দু জল আসিল, এত প্রার্থনার মরণেও যেন তাঁহার সুখ নাই, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল;—মনে হইল চারুবালা,—সেই আজীবন প্রণয়সুখবঞ্চিতা চারুবালা, মানবী মূর্ত্তিতে সরলতা, সেই ভালবাসালাঞ্ছিতা পতিপ্রেমভিখারিণী চারুবালা! আজন্ম দুঃখিনী পুণ্যবতী চারুবালার অদৃষ্ট এই পাপাশয়ের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত! সংসারের বিচিত্র গতি! তাহার প্রতিশোধ কি এই? বিশ্বাসহন্তার চূড়ান্ত করিয়াছি আর নয়!

শান্তিরাম সে রাত্রি বড় বাজারের ঘাটে অতিবাহিত করিয়া প'র দিন পীরপুর যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত কাদম্বিনীর পরিণয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। সংবাদপত্র পাঠান্তে চারুবালা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শান্তিরাম রাজধানীতে পৌছিয়া দেখিলেন চারুবালার শয্যাতলে তাঁহার হস্তলিখিত একখানি পত্রিকা—তাহাতে লিখিত আছে।—"প্রাণেশ্বর, এই সম্বোধনে অভাগিনী এই প্রথম, আর এই শেষ সম্বোধন করিল। যে দুরাশার দুষ্ট অভিপ্রায় জানিয়াও এতদিন তাহাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম দেখিলাম সে প্রকৃতই বিশ্বাসঘাতিনী। ———তারিখের "** প্রকাশ" তাহাই জানাইল। আশা বিশ্বাসহানি করিলে জীবন নিরবলম্ব, সুতরাং সেই জীবন আজি আশ্রয়বিহীন হইল। এই স্ত্রীহত্যা পাতকে পাতকিনী এক মাত্র দুষ্টা আশা ও নিয়তি ভিন্ন আর কেহ নহে।"পত্রের নিম্নে নাম স্বাক্ষর ছিল "লোকান্তরে শ্রীচরণ প্রার্থিনী শ্রীমতী চারুবালা।" পত্রপাঠে শান্তিরাম অধীর হইলেন মুখে কেবল মাত্র চারু চারু এই নাম উচ্চারণ করিয়া শয্যায় পতিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল শান্তিরাম জীবিত নাই। রাজবাড়ীতে হাহাকার! ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে শান্তিরামের সকলই ফুরাইল!!!

সম্পূর্ণ।